Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২৩ এপ্রিল, ২০১৪

৩৭ বর্ষ ১৬ সংখ্যা ২১ এপ্রিল, ২০১৪ ৭ বৈশাখ, ১৪২১

আসানসোলে জনজোয়ারে মনোনয়নপত্র জমা দিলেন বংশগোপাল চৌধুরী

নিজস্ব সংবাদদাতা, আসানসোল, ১৭ এপ্রিল : ১৭ এপ্রিল জনজোয়ারে ভেসে মনোনয়ন পত্র জমা দিলেন আসানসোল কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী বংশগোপাল চৌধুরী। এদিন সকালে স্থানীয় আপকার গার্ডেনে মনোনয়নপত্র জমা দিতে যাবার আগে প্রার্থীকে নিয়ে স্থানীয় বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ এবং সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, জে.ডি.ইউ, সিপিআই (এম এল) দলের নেতৃবৃন্দ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। ছিলেন প্রবীণ সিপিআই (এম) নেতা বামাপদ মুখার্জী, সিপিআই নেতা রামচন্দ্র সিং, আর এস পি নেতা বিধু চৌধুরী, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা ভবানী আচার্য প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। এক যৌথ বিবৃতিতে তাঁরা বিগত ৩৪ মাসের নারী নির্যাতন, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, সন্ত্রাস, হামলা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থার অবনতির কথা তুলে ধরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সপক্ষে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বাম ও ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রতিনিধি বংশগোপাল চৌধুরীকে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। এরপর প্রার্থীকে নিয়ে নেতৃবৃন্দ মিছিল করে আসানসোল কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার তথা এডিএম অফিসের দিকে যাত্রা করেন। তাঁদের পিছনে তখন কয়েক হাজার সুশৃঙ্খল মানুষের মিছিল।

জামালপুর, মেমারি ও পূর্বস্থলীতে বামপ্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস-এর সমর্থনে প্রচার মিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৬ এপ্রিল : একেবারে ক্ষেতমজুর ঘরের ছেলে বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসের সমর্থনে নবগ্রামে মানুষের ভয়ভীতিকে উপেক্ষা করে মিছিলে লাল পতাকার স্রোত বইলো। ৭টা বুথ ও ১৬টা পাড়া নিয়ে নবগ্রামে সকাল ১০টায় টানা ২ ঘন্টা ৮ কিলোমিটার হাঁটলেন নবগ্রামের কৃষক, ক্ষেতমজুর, আদিবাসী মহিলারা। সাংঘাতিক সন্ত্রাস কবলিত এলাকা নবগ্রাম। নবগ্রাম বাসুদহ মাঠেই তিন বছর আগে ক্ষেতমজুর আন্দোলনের কর্মী রাধানাথ সরেনকে নৃশংসভাবে খুন করে তৃণমূলি বাহিনী। তিন বছরের মধ্যে কোনো কর্মসূচি বামফ্রন্ট কর্মীদের এই গ্রামে করতে দেয়নি তৃণমূলিরা। নবগ্রাম বাসুদহ খেলার মাঠ থেকে শুরু হয়ে ১৬টা পাড়া পরিক্রমা করে মিছিল শেষ হয় ময়না কালিতলায়। নবগ্রামে রাধানাথ সরেনের খুনের তৃণমূলীদের বর্বরতার প্রতিবাদে, টেট সহ একাধিক কেলেঙ্কারি, সন্ত্রাস, ধর্ষণ, নারী নির্যাতন, নৈরাজ্যের

—এরপর ছয়ের পাতায়

এক ইঞ্চি মাটি না ছেড়ে জোট বেঁধে ভোট দিন : সূর্যকান্ত মিশ্র

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১৮ এপ্রিল : শুক্রবার বর্ধমান উৎসব গ্রাউণ্ডে বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের বামফ্রন্ট প্রার্থী সাইদুল হকের সমর্থনে আয়োজিত বিশাল নির্বাচনী সভায় প্রত্যয়ী বক্তব্য রাখলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা সিপিআই(এম) পলিটব্যুরোর সদস্য সূর্যকান্ত মিশ্র। উপস্থিত সকলকে নির্বাচনী লড়াইয়ে সামিল হবার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, কারচুপি করবার চেষ্টা করবে শাসকদল। আমাদের কোমর বেঁধে তৈরি থাকতে হবে। দলমত নির্বিশেষে সব মানুষ যাতে অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন—সেটা দেখাও বামপন্থীদের দায়িত্ব। উত্তরবঙ্গের চারটি আসনে ভোট হয়েছে। মাটি কামড়ে লড়াই করার দৃষ্টান্ত তৈরি করেছেন সেখানকার মানুষ। এক ইঞ্চি মাটি কেউ ছেড়ে যাবেন না। ময়দানে মানুষ আমাদের আসল শক্তি। আগের মতো এই নির্বাচন হবে বলে শাসকদলের কেউ যদি ভেবে থাকেন, তাহলে তিনি মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। এটা পঞ্চায়েত ভোট নয়। কোনো ভয় নেই। জোট বেঁধে ভোট দিন।

প্রায় এক ঘন্টার বক্তব্যে তিনি শাসক দল ও বিজেপিকে তুলোধোনা করেন। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনি এখন দিল্লি চলোর ডাক দিচ্ছেন, আপনি তো দিল্লিতেই ২০ বছর মন্ত্রিত্ব করেছেন। কোনো সময় কংগ্রেসের সঙ্গে আবার কোনো সময় বিজেপির সঙ্গে ঘর করেছেন। আপনি এখন নতুন করে বিজেপি, কংগ্রেসকে চিনছেন? আপনি থাকতেই গ্যাস, পেট্রোলের দাম বেড়েছে, মূল্যবৃদ্ধি আকাশছোঁয়া হয়েছে। আপনাকে তো এর দায় নিতে হবে। আবার ফেডারেল ফ্রন্ট করার ডাক দিচ্ছেন? আপনার সঙ্গে কে থাকবে? এখানে জোট করেছিলেন। এস.ইউ.সি., আই.পি.ডি.এস, মাওবাদী, কংগ্রেস, সিদ্দিকুল্লা সবাই তো ছিলেন। ক্ষমতায় এসেই তো ঘর ভেঙে দিলেন। আবার আপনি বলছেন পশ্চিমবঙ্গ ভারতের মডেল? নারী নির্যাতনে সারা ভারতে ১নং, সারদা কেলেঙ্কারি, টেট দুর্নীতি, দেনাতে শিখরে পৌঁছে গেছেন। বামপন্থীরাই সারা ভারতে মডেল হতে পারে। তাই পশ্চিমবাংলায় বেশি বেশি বামপন্থীকে জিতিয়ে আনতে হবে।

উৎসব ময়দান এদিন প্রকৃতঅর্থে ছিল কানায় কানায় পূর্ণ। শাসক দলের হুমকি, ভয়-ভীতিকে উপেক্ষা করেই কার্যত মানুষ এদিন ভেঙে পড়েছিলেন বাঁকার মাঠে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অমল হালদার, আর এস পি নেতা অঞ্জন মুখার্জী, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা পিনাকীরঞ্জন সেন এবং প্রার্থী সাইদুল হক। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) নেতা মদন ঘোষ, আব্দুর রেজ্জাক মণ্ডল, গণেশ চৌধুরী, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী প্রমুখ। সভায় সভাপতিত্ব করেন আইনুল হক।

—এরপর পাঁচের পাতায়

একমাত্র বামপন্থীরাই পারে কংগ্রেস-বিজেপি-র বিকল্প জনস্বার্থবাহী সরকার গড়তে : গৌতম দেব

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৯ এপ্রিল : আজ দুর্গাপুরের চণ্ডীদাস ময়দানে ও পানাগড়ের মিত্র সংঘের ময়দানে দুটি বিশাল সমাবেশে বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী সাইদুল হকের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দেব। চণ্ডীদাস ময়দানে গৌতম দেব ছাড়াও বক্তব্য রাখেন প্রার্থী সাইদুল হক, সিপিআই(এম) দুর্গাপুর১-এ জোনাল কমিটির সম্পাদক সন্তোষ দেবরায়, আর. সি. সিং (সিপিআই), অনীত মল্লিক (ফঃ বঃ), রজত দত্ত (আরএসপি)। সভাপতিত্ব করেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য রথীন রায়। পানাগড়ের সভায় সভাপতিত্ব করেন পারস তেওয়ারি, বক্তব্য রাখেন ফরওয়ার্ড ব্লকের নরেন চ্যাটার্জী, সিপিআই(এম) নেতা বীরেশ মণ্ডল, লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী সাইদুল হক ও গলসী বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে ফরওয়ার্ডব্লক প্রার্থী নন্দলাল পণ্ডিত।

সিপিআই(এম) মেমারি-২ জোনাল কমিটির উদ্যোগে ১৮ এপ্রিল বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের প্রার্থী সেখ সাইদুল হক এবং বর্ধমান পূর্ব কেন্দ্রের ঈশ্বরচন্দ্র দাসের সমর্থনে সাতগাছিয়ায়

—এরপর পাঁচের পাতায়

বর্ধমান শহর জুড়ে সাইদুল হক-এর সমর্থনে ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ২০ এপ্রিল : পুরসভা নির্বাচনে ভোটলুটের পর লোকসভা নির্বাচনে ভয় পেয়েছে কমিশনকে তৃণমূল। এজন্য মিছিলের আগেই সন্ত্রাস করছে তৃণমূল। ২০ এপ্রিল বিকাল ৫টায় বামফ্রন্ট অনুমতি নিয়ে নীলপুরে মিছিলের কর্মসূচি নেয়। তাকে বানচাল করতে দুপুর থেকেই তৃণমূল বাহিনী বাড়ি বাড়ি গিয়ে সিপিআই(এম) কর্মীদের মারধোর করে। মেয়েদের শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে। দেবাশীষ সেন, শৈলেন বসাক, স্বপন মজুমদার, বিশ্ববন্ধু রায়চৌধুরী সহ ৫ জনের উপর হামলা করে। এই আক্রমণে রক্তাক্ত হন প্রধান শিক্ষক দেবাশীষ সেন। স্থানীয় মানুষ মদ্যপ দুষ্কৃতীদের হাত থেকে তাঁদেরকে রক্ষা করে। বর্ধমান থানায় এফ আই আর করে বামপন্থীরা। পুলিশ ২জনকে গ্রেপ্তার করেছে। এরপর বিকেলে ঘোষিত মিছিল আরো বড় হয়ে নীলপুরে সন্ত্রাস কবলিত এলাকা পরিক্রমা করে। উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, প্রার্থী সাইদুল হক, আইনুল হক, তাপস সরকার, গৌরী ব্যানার্জী, কালিশঙ্কর পাল, অপূর্ব চ্যাটার্জী, অধ্যাপক সলিল ভট্টাচার্য প্রমুখ।

১৯ এপ্রিল রথতলা-কাঞ্চননগরে বিশাল প্রচার মিছিল পরিক্রমা করে।

নতুন চিঠি

২১ এপ্রিল, ২০১৪

সারদা কেলেংকারির পর্দা ফাঁস, তৃণমূলের সর্বনাশ

সারদা কেলেংকারি নিয়ে সিবিআই তদন্ত হবে কি না, সে সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের চূড়ান্ত রায় দেবার সম্ভাবনা আগামী বুধবার। কিন্তু ইতোমধ্যেই কেন্দ্রের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট যেসব তথ্য খুঁজে বের করতে শুরু করেছে, তা দেখিয়ে দিচ্ছে এই কেলেংকারি কতো গভীর ও বিস্তৃত এবং তার প্রতিটি স্তর ও পর্যায়ের সঙ্গে তৃণমূল দল এবং তার নেতা ও নেত্রীরা কীভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে, লক্ষ লক্ষ লোককে ভাঁওতা দিয়ে সারদার লুঠ করা টাকায় কীভাবে তৃণমূল ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।

বস্তুতপক্ষে, এই মূল সত্যের পর্দা যাতে ফাঁস না হয় তার জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন তৃণমূল আপ্রাণ চেষ্টা করে এসেছে এবং চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তার অনুগত পুলিশের হাতে সারদাকর্তা সুদীপ্ত ও দেবযানীকে গচ্ছিত রেখেছে যাতে কেউ ধরতে ছুঁতে না পারে। বেচারা কুনাল ঘোষকে বলি দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। জনগণকে ধোঁকা দেবার জন্য সাক্ষ্যপ্রমাণহীন মামলার পর মামলায় তাদের এক আদালত থেকে আর এক আদালতে ঘোরানো হচ্ছে। স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম নামে একটা নামমাত্র তদন্ত সংস্থা তৈরি করে তদন্ত তদন্ত খেলা চালানো হচ্ছে। সারদা কর্তৃক প্রতারিত টাকা ফেরত দেবার নামে এক প্রহসন চলছে। শ্যামল সেন কমিশন তৈরি করে টাকা ফেরতের ধোঁকা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সারদার টাকা উদ্ধারের কোনো উদ্যোগ না নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের জনগণের টাকা বিলিয়ে প্রতারিতদের আশা জাগিয়ে রাখবার চেষ্টা চালাচ্ছে।

আসলে সারদার লুট করা টাকার সন্ধান করতে গেলেই তো ধরা পড়ে যাবে কীভাবে সেই টাকা তৃণমূলকে প্রতিপালনে ব্যয়িত হয়েছে। কেন্দ্রীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট তদন্ত করতে চাইলেও তাই এতদিন তাকে কোনো পুলিশি সহযোগিতা দেওয়া হয়নি। অবশেষে সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে সেই ডিরেক্টরেট তদন্তে নামতেই তৃণমূল নেতৃমহলে হারেরেরে রব উঠে গেছে। সবাই মিলে উল্টোপাল্টা চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেছেন। নির্বাচনের আগে এই প্রয়াসকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে তকমা লাগাবার চেষ্টা চলছে। সারদার টাকা আরো কতো বড় বড় জায়গায় গেছে, সেই পাল্টা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। তা যদি সত্যও হয়, তাহলেই কি তৃণমূলের পাপ স্খালন হবে? এর মধ্যেই অদৃশ্য শত শত কোটি টাকার হদিশ মিলতে শুরু করেছে, তৃণমূলের আতংকিত চিৎকারও বাড়ছে। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই তদন্তের পক্ষে রায় দেয় কিনা পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখন তারই অপেক্ষায়।

ঘোড়ার গাড়িতে চেপে ভোটার সচেতনতা প্রচারে নির্বাচন কমিশন গলসীতে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. জালিয়ানওয়ালাবাগ দিবস কবে পালিত হ? এদিন কার নেতৃত্বে গুলি চালিয়ে কতজন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল?
২. মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে কবে কে গুলি করে হত্যা করেন?
৩. ভারতের সংবিধান রচয়িতাদের অন্যতম বি. আর আম্বেদকর কবে জন্মান? কবে তাঁকে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' দেওয়া হয়?
৪. হোয়াইট স্টার লাইনারের অত্যাধুনিক বৃহত্তম জাহাজ টাইটানিক কোথায় কবে ডুবে যায়? কতজনের মৃত্যু হয়েছিল?
৫. ডেনমার্ক দেশটি কোথায় অবস্থিত? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৬. ভারতের রউরকেল্লায় ইস্পাত কারখানা কবে চালু হয়েছিল?
৭. কলকাতায় সল্টলেকে জমি ভরাটের কাজের মধ্য দিয়ে বিধাননগর গড়ার কাজ কবে শুরু হয়?
৮. সিরিয়া দেশটি কোন্ মহাদেশে? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৯. জিম্বোবোয়ে দেশটি কোথায়? কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১০. ব্যান্ডেল তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের কবে উদ্বোধন হয়? কে করেন?
১১. রোম দেশ কে কবে আবিষ্কার করেন?
১২. প্রখ্যাত সাহিত্যিক মার্ক টোয়েনের আসল নাম কী? কবে প্রয়াত হন? তাঁর জন্ম কবে? তাঁর জন্ম এবং মৃত্যুদিনে কোন্ ধূমকেতুর উদয় হয়েছিল?

(উত্তর পাঁচের পাতায়)

মেরা দেশ মহান

শিবানন্দ পাল

এক সময় দৈত্যটা বোতলে সেঁধিয়ে গিয়েছিল, সেটা আবার বেরিয়ে এসেছে। শুধু বেরিয়ে এসেছে নয়, কালবৈশাখীর ছিঁটেফোঁটা বৃষ্টিতে দেশজুড়ে সবুজ পল্লবে বিকশিত হয়ে মাথা নাড়ছে। গত ছ'মাসে সারা দেশে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে আর এস এস-এর সংগঠন। নতুন করে নতুন নতুন জায়গায় এদের শাখা অফিস খোলা হয়েছে। গত তিন মাসে এই বৃদ্ধি সব থেকে দ্রুততর। লোকসভা নির্বাচনের উত্তাপে মোদীর মুখোশের আড়ালে সঙ্ঘশক্তি অতিমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নির্বাচনী লড়াইয়ের আড়ালে তারা সারা দেশে রোপণ করে দিচ্ছে হিন্দুত্বের বিষবৃক্ষের বীজ। আসলে ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় তারা এই রাজ্যেও এই সুযোগটি পেয়েছে এবং ভাল রকম কাজে লাগিয়েছে।

আর এস এস-এর ইতিহাসে তাদের শাখা সংগঠনগুলির সর্বোচ্চ সংখ্যা অতিক্রম করেছিল ২০০৪ সালে। ওই সময় সারা দেশে তাদের শাখার সংখ্যা ছিল ৫১ হাজার। তারপর এন ডি এ সরকারের পতন এবং বামপন্থীদের সমর্থনে প্রথম ইউ পি এ সরকার গঠনের সময় থেকে আর এস এস-এর রমরমা কমতে থাকে। ২০১০ সালে শাখা সংখ্যা কমে হয় ৩৯ হাজার ২৮৩। কিন্তু তার পরই কর্পোরেটতন্ত্রের সুটেড বুটেড সাহেবদের সাথে 'আগ'মার্কা হিন্দুত্ববাদীদের করমর্দন হিন্দুত্বের বিকাশে নয়া কৌশল আবিষ্কার করে ফেলে। তারা সামনে পেয়ে যান গুজরাটের নরেন্দ্র মোদীকে।

মোদী এমনই একজন পুরুষ, যিনি বিবাহিতা স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে সঙ্ঘের প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছেন। যাঁর আনুগত্যে 'অণু'কণাও খাদ নেই, গুজরাটে উগ্র হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠায় এবং মুসলিম নিধন যজ্ঞে যিনি সন্দেহাতীতভাবে সফল হয়েছেন। পাশাপাশি দেশের ধান্দার গণতন্ত্রে কর্পোরেট পুঁজির একান্ত সেবক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে গুজরাটকে একটি মডেল হিসাবে দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছেন।

বিজ্ঞাপনে গরু গাছে ওঠে! এবারই প্রথম দেখা যাচ্ছে, কর্পোরেট মহল তাদের প্রথম পছন্দের বিষয়ে একজোট হয়ে কোনও রকম 'ঢাকঢাক গুড়গুড়' না রেখে প্রকাশ্যেই মোদীর প্রতি সমর্থনের ঢাক বাজিয়ে নির্বাচনের ময়দান কাঁপাতে শুরু করেছেন। দেশের নির্বাচনী ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণে অমল-বিমল-কমলের মতো তাঁরাও যে কম যান না সে কথা প্রমাণ করে দিয়েছেন। এবারই প্রথম দেখা গেল কংগ্রেস দল প্রকাশ্যে অভিযোগ আনল ইউ পি এ সরকারের আমলে কিছু শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী গোষ্ঠীর স্বার্থরক্ষা না করতে পারায় তারা ক্ষুব্ধ হয়ে বিজেপি'র দিকে ঝুঁকেছে। কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী অভিযোগ তুলেছেন, বিজেপি'র নির্বাচনী তহবিলে এরাই অঢেল অর্থ যোগাচ্ছেন আর কংগ্রেসকে হারাবার জন্য এদের নিয়ন্ত্রিত মিডিয়া বিজেপি'র হয়ে রণধ্বনি তুলেছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আনন্দ শর্মা অভিযোগ করেছেন, চলতি লোকসভা ভোটের প্রচারে বিজেপি ১০ হাজার কোটি টাকা খরচ করেছে। নজিরবিহীন এই অর্থের নব্বুই শতাংশই কালো টাকা। মোদ্দা কথা এই সব সুযোগ কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়েছে।

এবারই প্রথম বেজেপি নয় মোদী ব্রান্ড হিসাবে বিজেপি দলের প্রচার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এক নেতা একটি জাতীয় দৈনিকে বলেছেন, সাড়ে চার হাজার কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে। এছাড়া জরুরি তহবিল হিসাবে আরো ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। টি-২০ বিশ্বকাপের জন্যই আলাদা ১৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ কোটি টাকার বাজেট বলা চলে। এ তো শুধু প্রচার বিজ্ঞাপন! জানা গিয়েছে, নির্বাচনী কাজে দেশে বিমান এবং হেলিকপ্টারে সব চেয়ে বেশি সময় উড়ছেন মোদী। তার পরই আছেন কংগ্রেস সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী। নির্বাচন কমিশনের কাছে এক পেশাদার বিজ্ঞাপন সংস্থা তথ্য দিয়েছে, তারা একটি রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করার জন্য ১৫ কোটি টাকা নিচ্ছে। একটি জাতীয় দৈনিকে এক জন নেতাকে উদ্ধৃত করে যে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় তা অন্তত পাঁচ হাজার কোটি টাকার বাজেট। যে কোনো জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলে ৩০ সেকেন্ড বিজ্ঞাপন দেখাতে খরচ হয় ৮০ হাজার টাকা। সংবাদপত্রে পাতাভরা বিজ্ঞাপনের পাশাপাশি টিভি'র বিভিন্ন চ্যানেলে পরপর বিজ্ঞাপন, বাদ নেই ইন্টারনেট, এফ এম রেডিও। আছে বড় বড় প্রমাণ সাইজের হোর্ডিং। প্রচারের সমস্ত কাজটাই পরিচালিত হচ্ছে ম্যাডিসন ওয়ার্ল্ড-এর পেশাদারি দক্ষতায়। এই প্রতিষ্ঠান এয়ারটেল, ডোকোমো, শেভ্রোলে, গোদরেজ প্রমুখ কোম্পানিদের বিজ্ঞাপনের কাজ করে। শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষ দলগুলি যাতে প্রচারে গুরুত্ব না পায় সেজন্যও কৌশল হিসাবে যত বেশি সম্ভব নিজেদের বিজ্ঞাপন প্রচারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি দল। দিল্লিতে কংগ্রেসের প্রচারের প্রভাব কেমন তা জানতেও তারা একটি পেশাদারি সংস্থা 'প্রুফ অব পারফরম্যান্স'কে দায়িত্ব দিয়েছে।

গুজরাট কর্পোরেটদের মৃগয়াভূমিতে পরিণত হয়েছে মোদীর বদান্যতায়। গুজরাটের মানুষ সুখে থাকুন! কিন্তু ভারতবাসীকে মোদী সেই সুখে রাখতে চাইছেন, এই কাজে কর্পোরেট জগত মোদীর পিছনে দাঁড়িয়েছে। এ একটি সাংঘাতিক ঘটনা। নামমাত্র মূলে গুজরাটে কর্পোরেটদের বিশাল বিশাল শিল্প তালুক উপঢৌকন দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। এছাড়াও আছে অনেক রকম সুযোগ সুবিধা। তাই টাটা'র মতো শিল্পপতিও মুখ খুলেছেন মোদীর জন্য। এরা সকলেই এখন মোদীকে দেখতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রিত্বের আসনে। এই প্রথম লোকসভা নির্বাচনে দেশের শিল্পপতি, ব্যবসায়ীগোষ্ঠীর ভূমিকা ন্যক্কারজনকভাবে সামনে এসে পড়েছে। তারা বামপন্থীদেরও একটি গ্রাহ্য শক্তি হিসাবে মনে করছে না। তাই এই লোকসভা নির্বাচন আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বামপন্থীদের অস্তিত্ব রক্ষার সংকট নয়, দেশের গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতায় সংকট গভীরতর ভাবে নেমে আসার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞাপনের লোভে পণ্য কিনে মানুষ একবার ঠকেন, দ্বিতীয়বার ঠকেন না। পাঁচ দিন পর আর সেই পণ্য নিজেও কেনেন না, অপরকেও কিনতে নিষেধ করেন। কিন্তু বিজ্ঞাপনের প্রলোভনে একবার ভোট দিলে, পস্তাতে হবে পাঁচটি বছর। যেমন ২০১১তে পরিবর্তন চেয়ে বামপন্থী সমর্থকরা এখন ভুল বুঝে ঘুরে দাঁড়াচ্ছেন। তেমনি একটি ভোট, একটি সিদ্ধান্ত। তা গণতন্ত্রের পক্ষে, ধর্মনিরপেক্ষতার পক্ষে যাচ্ছে কিনা তা বিচার করেই পশ্চিমবাংলার মানুষ ভোট দেবেন আশা করা যায়।

মজাটা হচ্ছে, ২০১৩-১৪ আর্থিক বছরে দেশে এইমস-র মতো ছ'টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বাজেট বরাদ্দ করেছিল ১৬৫০ কোটি টাকা। এই লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি একাই মোদীর জন্য খরচ করছে এর তিনগুণেরও বেশি টাকা। বিজেপি-র দেশসেবার এই আগ্রহ মানুষকে বুঝতে হবে! আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের শুধুমাত্র প্রচারের জন্য বরাদ্দ টাকাতেই বিজেপি দেশবাসীকে দিতে পারত ১৮টি বিপুল পরিকাঠামোর সুপার স্পেশালিটি 'এইমস'র মতো হাসপাতাল। যা দেশবাসীকে অনেক অনেক বেশি উপকার দিতে পারত।

সত্যিই মেরা দেশ মহান!

নতুন প্রকাশনা 'খোয়াই'

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ এপ্রিল : বর্ধমান শহরে প্রকাশনা জগতে আর এক মুকুট যোগ হলো 'খোয়াই'। ১৫ এপ্রিল সন্ধ্যায় বর্ধমান টাউনহলে প্রদীপ প্রজ্বলন সহ খোয়াই-এর উদ্বোধন করেন পৌরপতি ডাঃ স্বরূপ দত্ত। 'খোয়াই' এর প্রথম উদ্যোগে, মৈনাক মুখোপাধ্যায়ের কবিতা-সংকলন 'সুন্দরের কাছাকাছি' প্রকাশ করলেন কার্তিক গঙ্গোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন জয়া মিত্র, সৈয়দ হাসমত জালাল, তপনকুমার সোম, অলক চক্রবর্তী, নাসিমা খোন্দকার, অমিতাভ চক্রবর্তী প্রমুখ। খোয়াই-এর কর্ণধার মৈনাক মুখোপাধ্যায়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন অমিতাভ চক্রবর্তী। আবৃত্তি করেন ললিত কোনার, অনুপম চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন রাপ্তি মুখোপাধ্যায়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন চিন্ময়ী ভট্টাচার্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মঞ্জরিতা চক্রবর্তী ও মানব চক্রবর্তী।

নববর্ষ বরণ বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান ১৫ এপ্রিল : বিদায় ১৪২০, স্বাগত ১৪২১। ১৫ এপ্রিল বর্ধমান টাউনহলে বর্ধমান সঙ্গীত সমাজের আয়োজনে ১৪২১ সালকে বরণ করে নেওয়া হয়। নববর্ষ নিয়ে বক্তব্য রাখেন সৈয়দ তনভীর নাসরিন। উৎকর্ষ সম্মাননা প্রদান করা হয় স্বপন কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে। এরপর সংগীত-নৃত্য-আবৃত্তিতে মাতিয়ে দেন শিল্পীরা। সমবেত সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বাতীপ্রসাদ সঙ্গীত একাডেমি। ত্রিসপ্তক, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ (বর্ধমান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র), আমীর খাঁ সঙ্গীত সংসদ, তবলা তরঙ্গ সঙ্গীত একাডেমি, রঞ্জিনী সাংস্কৃতিক সংস্থা, রুদ্রপলাশ, লোককথা, ইমনকল্যাণ, সরলরেখা সংস্থা তাদের বর্ষবরণের গানে মাতিয়ে দেন শ্রোতাদের। দ্বিজেন্দ্রলালের গান করেন আলাপ সংস্থা, বর্ধমান সঙ্গীত সমাজ করে লালনের গান। কবিতা পাঠ করেন শ্যামলরণ সাহা, অংশুমান কর। চারণদল, শ্রুতি, অনুভব, শ্রুতিশ্রী, নান্দনিক আবৃত্তি পরিবেশন করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন অনির্বাণ বিশ্বাস।

'চর্যাপদ' গ্রীষ্ম সংখ্যার প্রকাশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর, ২০ এপ্রিল : ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরের ধাতুভবনের প্রেক্ষাগৃহে 'চর্যাপদ' সাহিত্যপত্রিকার গ্রীষ্ম-সংখ্যার প্রকাশ উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় এক সাহিত্যসভা।

উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি প্রবাল কুমার বসু, সোমক দাস, সমিত সান্যাল, অনুরাধা মহাপাত্র সহ দুর্গাপুর-রানিগঞ্জ-আসানসোল-চিত্তরঞ্জনের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিকরা।

উদ্বোধনী ভাষণে সাহিত্যিক দেবাশীষ বসু 'সংস্কৃতির প্রকোষ্ঠায়ন' বিষয়ে কবি-সাহিত্যিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'চর্যাপদ' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক কবি অমিত সরকার স্বাগত ভাষণ দেন। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ পাঠ করা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন ঋতুপর্ণা বিশ্বাস সরকার। সঞ্চালনা করেন বাচিক-শিল্পী সুচিরা সরকার।

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন ও বর্ধমান জেলার শিক্ষক সমাজ

অরিন্দম কোঙার

লোকসভা নির্বাচন

২০১৪ সালে দেশের ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শুরু হয়ে গেছে। বর্ধমান জেলায় ভোটগ্রহণ হবে ২০১৪ সালের ৩০ এপ্রিল ও ৭ মে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিয়মিত সংসদীয় নির্বাচন আবশ্যিক। অবশ্য আমাদের দেশের গণতন্ত্র ও সংসদীয় ব্যবস্থা পূর্ণাঙ্গ নয়। এই গণতন্ত্রে ও সংসদীয় নির্বাচনে অনেক ফাঁক আছে, দুর্বলতা আছে। যার ফলে কখনও কখনও গণতন্ত্র আক্রান্ত হয়, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয় না। আমাদের অনেকেরই কম-বেশি এই তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৭ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জনগণের রায়ে বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হয় এবং ৩৪ বছর স্থায়ী হয়। স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নির্বাচনের অধিকার পুনরুদ্ধার করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য মানুষের রুটি-রুজি, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক আন্দোলন পরিচালিত হয়ে আসছে প্রাক্-স্বাধীনতার কাল থেকে নানা সংগঠনের মাধ্যমে। এইসব সংগঠনের মধ্যে শিক্ষক সংগঠন আছে, গ্রন্থাগার কর্মী সংগঠন আছে, শিক্ষাকর্মী সংগঠনও আছে।

১৯৭৬ সালে বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কংগ্রেসকে পরাজিত করে এবং অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কিন্তু কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার ৯ মাসের মধ্যে সেই সরকারকে উৎখাত করে দেয়। ১৯৬৯ সালে আবার নির্বাচন হয়। আবার অকংগ্রেসী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। এবার ১৩ মাসের মধ্যে ভেতর থেকে সেই সরকারের পতন ঘটানো হয়। আবার ১৯৭১ সালে নির্বাচন হয়। কংগ্রেস আবার পরাজিত হয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) বিধানসভায় বৃহত্তম দল হয়। অন্যান্য বামপন্থী দল নিয়ে একটা বামপন্থী সরকার গঠনের সম্ভাবনা দেখা দেয়। কিন্তু সে সুযোগ সিপিআই(মে)-কে দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্রপতি শাসনের আড়ালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার এইভাবে পশ্চিমবঙ্গের সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ বাড়াতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৭২ সালে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করে, ভোট লুট হয়ে যায়। সন্ত্রাস চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শেষ পর্যন্ত সেই সন্ত্রাস চেহারা নেয় আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসে। সন্ত্রাস মোকাবিলায় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জন্য ব্যাপকতম মঞ্চ গড়ে উঠতে থাকে। গণতন্ত্রের জন্য এই প্রক্রিয়া আরও জোরদার হয় ১৯৭৫ সালে দেশে অভ্যন্তরীণ জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে। শেষ পর্যন্ত গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামই জয়ী হয়। গণতন্ত্র, সংগ্রাম, নির্বাচন, সরকারের গুরুত্ব এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ১৯৭৭ সালে বেশ ভালোভাবেই বোঝা যায়। যখন গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ চলে, তখন শিক্ষাক্ষেত্রে কীরকম নৈরাজ্য নেমে আসে তা আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময় দেখা যায়।

আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাস

যেহেতু আমাদের দেশে গণতন্ত্র সীমাবদ্ধ, সেইহেতু গণতন্ত্রের উপর আক্রমণের বিপদ থেকে যায়। এই আক্রমণ শুরু হয় সেইসব রাজনৈতিক দল ও গণসংগঠনের উপর যে-সব রাজনৈতিক দল ও সংগঠন মানুষকে অধিকারবোধে সচেতন করে, তাদের জীনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য আশু ও মৌলিক দাবি নিয়ে আন্দোলন করে। তারপর সেই আক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে গোটা সমাজজীবনে। মহিলাদের মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য নামে।

আধা-ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের সময় সারা রাজ্যের সঙ্গে বর্ধমান জেলাতেও শিক্ষাক্ষেত্রে সেই নৈরাজ্য বিরাজ করছিল। দুর্গাপুর এম.এ.এম.সি. হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিমল দাশগুপ্তকে শ্রেণিকক্ষে পুড়িয়ে মারা হয়। বর্ধমান রাজ কলেজের অভ্যন্তরে নিহত হন কলেজের গ্রন্থাগারিক শঙ্করদাস বর্মন। ছোরার আঘাতে গুরুতরভাবে জখম হন ডি.পি.এল. গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা ঝর্ণা দাশগুপ্ত। কংগ্রেসী দুষ্কৃতীদের আক্রমণাত্মক মনোভাব এমনই প্রকট হয়ে উঠেছিল যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ছাত্র পরিষদের দুষ্কৃতীদের হাতে প্রাণ যায় ছাত্র পরিষদ নেতা অখিলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। মিথ্যা মামলা, নিরাপত্তা রক্ষা আইন, মিসায় একের পর এক শিক্ষক ও ছাত্রকে জেলে পুরে রাখা হয়। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রাথমিক শিক্ষক আন্দোলনের নেতা গোকুলানন্দ রায়, ছাত্র আন্দোলনের নেতা দিলীপ দুবে, কালনা থানার বৈদ্যপুরের সর্বজনশ্রদ্ধেয় মাধ্যমিক শিক্ষক কালীকিঙ্কর সামন্ত প্রমুখ। অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এলাকাছাড়া ছিলেন। পরবর্তীকালে বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি হয়েছিলেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পরবর্তীকালে বর্ধমান জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি হয়েছিলেন, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পরে প্রধান শিক্ষক হরিদাস মুখোপাধ্যায়কে এলাকা ছাড়তে হয়েছিল। কেবলমাত্র একটা বিদ্যালয়, বর্ধমান সদর থানার কুড়মুন হাই স্কুলেরই ৫ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা এই সময়ে বিদ্যালয়ে যেতে পারেননি, এলাকায় থাকতে পারেননি। এঁদের মধ্যে প্রধান শিক্ষক দেবেন্দ্রনাথ লাহিড়িও ছিলেন।

১৯৭২ সালে বিধানসভা নির্বাচনে বর্ধমান জেলায় বেপরোয়াভাবে ভোট লুট হয়েছিল, যেমন কালনা কেন্দ্রে কংগ্রেস প্রার্থী নুরুল ইসলাম মোল্লার প্রাপ্ত ভোট ছিল ৬২,৪৭৬ আর সিপিআই(এম) প্রার্থী দিলীপ কুমার দুবের প্রাপ্ত ভোট ৯৫২। নাদনঘাট কেন্দ্রে সিপিআই(এম)-এর প্রার্থী ছিলেন সৈয়দ আবুল মনসুর হরিবুল্লাহ্। খুবই জোরালো এই প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোট দেখানো হয় ২,৬৪১। বিপরীতে কংগ্রেস প্রার্থী পরেশচন্দ্র গোস্বামীর প্রাপ্ত ভোট লেখা হয় ৬১,৬১৭। এইভাবে নির্বাচিত এক কংগ্রেস বিধায়ক (মন্তেশ্বর কেন্দ্র) তুহিন সামন্ত ১৯৭৪ সালের ১৩ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বলেন, ''কয়েক দিন আগে বিশেষ করে আমার কেন্দ্রের গ্রামের বহু ছাত্র-ছাত্রীরা কাঁদতে কাঁদতে এসে আমাকে বলেছে—আপনি বলে দিন আমরা এবার পরীক্ষা দিতে পারব কিনা, আপনি আমাদের বলে দিন শিক্ষা পর্ষদ কবে আমাদের পরীক্ষা নেবে। ... আজকে শিক্ষা জগতে এত বড় নৈরাজ্য, এত বড় হতাশা জীবনে বোধহয় কোনো দিন আসেনি।'' কয়েক দিন পর ২৫ মার্চ তিনি আবার বিধানসভায় বলেন, ''শিক্ষা জগতে যেটা প্রথম এবং প্রধান জিনিস—শিক্ষা ক্ষেত্রে যদি দুর্নীতি ঢোকে, অসততা ঢোকে, শিক্ষাক্ষেত্রে যদি মিথ্যা ঢোকে, শিক্ষাক্ষেত্রে যদি রাজনৈতিক প্রবেশ ঘটে তা হলে শিক্ষা জগৎ কোনদিনই ঠিক থাকতে পারে না এবং সেই শিক্ষাব্যবস্থা অন্ধকারে পর্যবসিত হতে বাধ্য।'' এর পর তিনি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের একের পর এক দুর্নীতির তথ্য দেন। বর্ধমান জেলার আর এক বিধায়ক (খণ্ডঘোষ কেন্দ্র) মনোরঞ্জন প্রামাণিক এই একই দিনে বিধানসভায় বলেন, ''অনেক অব্যবস্থা কলেজীয় শিক্ষায়, বহু সমস্যা, গণটোকাটুকি এবং ছাত্ররা পড়াশোনায় অনাগ্রহী... অধ্যাপকেরা নিয়মিত বেতন পান না, এই দুর্মূল্যের বাজারে ডি এ অত্যন্ত কম... কলেজীয় শিক্ষকদের ক্ষেত্রে গ্র্যাচুয়িটি নাই, প্রভিডেন্ট ফান্ড নাই। ...কলেজীয় শিক্ষকরা নিয়মিত মাইনে পান না, শিক্ষার উৎকর্ষ বাড়াবার জন্য আজকের এই শোচনীয় অবস্থা দূর করা দরকার এবং তাঁরা যাতে প্রতি মাসের ১লা তারিখে মাইনে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। কলেজে ভর্তির নিয়মকানুন ঠিক করে দিতে হবে...। আজকে শিক্ষাজগতে যে নৈরাজ্য চলছে সেটার দিকে দৃষ্টি দিন।'' কংগ্রেসী বিধায়করা পর্যন্ত নিজেদের সরকারের আমলে আরও অনেক তথ্য দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা, অনৈতিকতা, নৈরাজ্যের চিত্র তুলে ধরেন। শিক্ষা ব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণ সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ প্রকাশিত 'রাজ্যের শিক্ষাচিত্র তখন ও এখন' পুস্তিকাটি থেকে এইরকম বেশ কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

বামফ্রন্ট সরকার

শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিপর্যস্ত পরিবেশে বামফ্রন্ট সরকার গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আর শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য দূর করায় সচেষ্ট হয়। শিক্ষক, ছাত্র, গ্রন্থাগার কর্মীদের নানা গণসংগঠনও এগিয়ে আসে। বামফ্রন্ট সরকারের যতই সমালোচনা করা হোক না কেন, এটা তো অস্বীকার করা যাবে না যে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে বামফ্রন্ট সরকারের কাজের সমালোচনা করার কিছু ছিল না, নিশ্চয় তা নয়; সরকারের কোনো ত্রুটি ছিল না, এমনকী বিচ্যুতি ঘটেনি—তাও নয়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাভাবিক পরিবেশ ছিল। শিক্ষক-ছাত্র-অভিভাবকরা তাঁদের মত প্রকাশ করতে পারতেন, তর্ক-বিতর্ক করতে পারতেন, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করতে পারতেন। ১৯৯৭ সালে স্কুল সার্ভিস কমিশন গঠিত হয়, সাতবার প্যানেল তৈরি হয়, কিন্তু দুর্নীতির কোনো অভিযোগ উত্থাপিত হয়নি। কলেজ সার্ভিস কমিশন নিয়মিত প্যানেল তৈরি করেছে। শিক্ষার বিস্তার ও মানোন্নয়নে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের মর্যাদা বেড়েছে; আর্থিক স্বচ্ছলতা এসেছে, এমনকী অবসর গ্রহণের পরও জীবনযাপনের কিছুটা নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। বর্ধমান জেলাতেও শিক্ষাক্ষেত্রে সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় থেকেছে। যে-সব শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী এলাকাছাড়া হয়েছিলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেতে পারছিলেন না, তাঁরা আবার স্ব স্ব ক্ষেত্রে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

সরকার পরির্তনের পর

২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে সরকারের পরিবর্তন হয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের পরিবর্তে হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার। তৃণমূল কংগ্রেস তার নির্বাচনী ইস্তাহারে লেখে, ''শিক্ষার অবস্থা বেহাল। প্রাথমিক শিক্ষার পরিকাঠামো বিপর্যস্ত, উচ্চশিক্ষাতেও একই হাল। শিক্ষায় দলীয় রাজনীতির অনুপ্রবেশকে অগ্রাধিকার দিয়ে সর্বনাশ করেছে সিপিএম। সর্বশ্রেণির মেধাসম্পদের প্রকৃত বিকাশের আদর্শ পরিবেশ তৈরি করতে রাজ্য সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ। গোটা শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি স্তরে নেতিবাচক প্রক্রিয়াগুলিকে বদল করে ইতিবাচক পথে আনা প্রয়োজন।'' এক বছর পর তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন, ''আমরা নির্বাচনী ইস্তাহারে যে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এক বছরের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সবই আমরা রক্ষা করতে পেরেছি। আর্থিক ভাবে প্রায় দেউলিয়া হওয়া সত্ত্বেও এই কৃতিত্ব আমরা অর্জন করতে পেরেছি। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের এই কৃতিত্ব ও প্রতিশ্রুতি পালনের জন্য প্রাপ্য প্রশংসা সরকার অর্জন করেছে।'' (প্রাক-কথন, প্রত্যাশা থেকে প্রাপ্তি) কিন্তু বর্ধমান জেলায় আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা কী?

১) তৃণমূল কংগ্রেস সরাসরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজে হস্তক্ষেপ করছে। ফলে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি স্থির করা সম্ভব হচ্ছে না। তা সে বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতি হোক কিংবা কলেজের গভর্নিং বডি বা ছাত্র সংসদ গঠন হোক। সুসুনদিঘি এইচ সি হাই স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা আর-পাঁচটা দিনের মতো বর্ধমান-বলগনা ট্রেনে বলগনায় গেলেন। কিন্তু স্টেশনে নামার পর তৃণমূল কংগ্রেসীরা তাঁদের অপহরণ করে এবং দিনের শেষে তাঁরা ছাড়া পান কারণ সেদিন বিদ্যালয়ে শিক্ষক প্রতিনিধির নির্বাচন ছিল। হাটগোবিন্দপুর ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের তৃণমূল কংগ্রেসীরা ফোনে ফোনেই জানিয়ে দেয় গভর্নিং বডিতে তাদের পছন্দের নাম। মেমারি কলেজের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের বড় অংশ সেইভাবে চলতে না চাওয়ায় তাঁদের হেনস্থা করা হয় এবং চাপ দিয়ে প্রতিনিধি পরিবর্তন করতে বাধ্য করা হয়। চুরুলিয়ার কাজী নজরুল ইসলাম মহাবিদ্যালয়ের গভর্নিং বডিও তৃণমূল কংগ্রেস তার মতো গঠন করে। হালে ২০১৪ সালে রানিগঞ্জ গার্লস কলেজে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হয় এবং এস এফ আই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। কিন্তু সংসদ গঠন করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ কারণ সংসদ গঠনের দিন এস এফ আই প্রতিনিধিদের কলেজে আসতেই দেওয়া হয়নি। এতো কয়েকটা দৃষ্টান্ত মাত্র।

২) সরকার পরিবর্তনের পর তৎকালীন বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যানদের ডেকে জানিয়ে দেন যে মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছা তাঁদের পদত্যাগ করতে হবে। বর্ধমান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান চন্দ্রপুর কলেজের অধ্যক্ষ ড. সিরাজুল ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেন। পরিবেশ এত বিষাক্ত করে তোলা হয় যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. সুব্রত পাল পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ২০১১ সালের ২০ সেপ্টেম্বর ড. পাল বলেন, ''রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে লক্ষ্য করছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে উপাচার্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। সামগ্রিকভাবে রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে যা চলছে, একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে আত্মমর্যাদা নিয়ে কাজ করা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।'' উল্লেখ্য, তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠিত হবার পর ২০১১ সালের ১৭ আগস্ট তৎকালীন কারিগরি শিক্ষামন্ত্রী রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় সহ-উপাচার্যকে জানিয়ে দেন যে মূলত তৃণমূল কংগ্রেসীদের নিয়ে তাঁর গঠিত বিশ্ববিদ্যালয় সেল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম দেখভাল করবে। ৬ জনের এই সেলের আহ্বায়ক ছিলেন তৃণমূলী বিধায়ক অধ্যাপক আবুল হাসিম মণ্ডল। ফ্যাকাল্‌টি ডিনদের অপসারিত করা হলো এবং আজও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় চলছে কোনো ডিন ছাড়াই। এইভাবে পদত্যাগ করেন মাদ্রাসা স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গিয়াসুদ্দীন সিদ্দিকী।

বামফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার প্রধানরা অপসারিত হবার আশঙ্কা না থাকায় স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে পারতেন। তৃণমূল সরকারের আমলে দলের গোষ্ঠী পছন্দ অনুযায়ী প্রধানকে কাজ করতে হয়। এক গোষ্ঠীর পছন্দ হওয়ায় বর্ধমান জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান হন জেলার এক মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। আবার অপর গোষ্ঠীর পছন্দ না হওয়ায় তিনি হঠাৎ অপসারিত হন, আর এক প্রধান শিক্ষক চেয়ারম্যান হন। সংসদের অনুমোদিত ২৫টা কর্মচারী পদ শূন্য পড়ে আছে। সেই পদ পূরণ হচ্ছে না, কিন্তু প্রত্যেক চেয়ারম্যান নিজের এলাকা থেকে এক বা একাধিক অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করছেন। এইভাবে নিয়োগ অন্যত্রও চলছে, যেমন বর্ধমান রাজ কলেজে, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে।

৩) জেলার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভেতরে ও বাইরে আজ আতঙ্কের পরিবেশ। হামলা ভেতর থেকে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কাছ থেকে আসছে অথবা বাইরে থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছ থেকে আসছে। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকদের আবাসস্থল অভয়কানন অঞ্চলে নিগৃহীত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখার সচিব ও বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার। এই আক্রমণের প্রতিবাদ যেমন পশ্চিমবঙ্গে হয়, তেমনি হয় আসামে। বর্ধমান রাজ কলেজের চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপিকা সঙ্গীতা ঘোষাল কলেজের ভেতরেই আক্রান্ত হন। তাঁকে চুলের মুঠি ধরে মারা হয়, তাঁর শাড়ি ধরে টানাটানি করা হয়। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা আরও নিগ্রহ থেকে তাঁকে উদ্ধার করে। মেমারি ও গলসী কলেজে আক্রান্ত হন অধ্যক্ষ- অধ্যাপক-শিক্ষাকর্মীরা। মেমারি, গলসী, মানকর কলেজের অধ্যক্ষ অথবা অধ্যক্ষসহ অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মীরা ঘেরাও হয়ে থাকেন ঘন্টার পর ঘন্টা, এমনকী ২৯ ঘন্টা পর্যন্ত। গলসী কলেজের আংশিক সময়ের অধ্যাপক সাগর মুখার্জীকে মাটিতে ফেলে কিল, ঘুষি মারা হয়। রানীগঞ্জ টি ডি বি কলেজের অফিস ভাঙচুর করা হয়। মানকর কলেজের দুই শিক্ষাকর্মী বিনোদ চৌধুরী ও বিজয় মুখার্জী কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে ভয়ঙ্করভাবে প্রহৃত হন। ২০১২ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি সর্বভারতীয় ধর্মঘট সমর্থন করে কলেজে অনুপস্থিত থাকার জন্য এই কলেজের অধ্যাপক নীহার রক্ষিত ও শিক্ষাকর্মী তুলসী কেশের এক দিনের বেতন কেটে নেওয়া হয়। গলসী থানার সাঁওতা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিশির সেখকে খুনের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় থেকে তুলে নিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত গ্রামের গরিব মানুষেরা গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে। কালনা থানার আঙ্গারসন এম এম হাই স্কুলের শিক্ষক সুশীল মালাকারকে বিদ্যালয়ের ছুটির পর টেলেফোনের পোলে বেঁধে প্রহার করা হয়। জামালপুর থানার জাড়গ্রাম হাই স্কুলের শিক্ষক অমিয়কুমার ঘোষ বিদ্যালয় চলাকালীন বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বাইরের তৃণমূলী দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং তাঁর দুটো হাত ও পাঁজর ভেঙে যায়। মাধবডিহি থানার কামারহাটি শিক্ষানিকেতনের পার্শ্বশিক্ষক অনুপ পাল বিদ্যালয়ের অভ্যন্তরেই আক্রান্ত হন এবং তাঁকে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে তৃণমূলের ঘাতকবাহিনী বিদ্যালয় ত্যাগ করে। রায়না থানার নাড়ুগ্রাম হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক মফিজুর রহমান শ্যামসুন্দর বাজারে বাসের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তৃণমূলের ঠ্যাঙাড়েবাহিনী তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মারধোর করে এবং মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে জেলে পাঠিয়ে দেয়। পূর্বস্থলী থানার পারুলিয়া কে কে হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রদীপ সাহা এক মিথ্যা মামলায় দু বছরেরও উপর জেলে আটক আছেন। তাঁর বাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। মেমারী থানার বহরমপুর গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষক আব্দুর রবকে এমন মারে যে

ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন ও বর্ধমান জেলার শিক্ষক সমাজ

—তৃতীয় পাতার পর

দীর্ঘদিন তিনি শয্যাশায়ী থাকেন। তাঁর পিঠ চিরে নুন দেওয়া হয়, দুটো হাত ভেঙে দেওয়া হয়। কাটোয়া থানার বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সংস্কৃতিমনস্ক কার্তিক মণ্ডলকে তো খুনই করে দেয়। মেমারি থানার বৈদ্যডাঙা গার্লস হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুতপা সিংহরায়কে বাইরে থেকে তৃণমূল কংগ্রেসীরা নানা ভাবে অপদস্থ করছে। অন্যান্য শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীরাও বাদ যাচ্ছেন না। একটা বালিকা বিদ্যালয়ের শালীনতা বারবার লঙ্ঘন করা হচ্ছে।

ছাত্রদের উপর হামলা নিত্যকার ঘটনা। এস এফ আই-কে বিশ্ববিদ্যালয় ও অধিকাংশ কলেজে নড়াচড়াই করতে দেওয়া হচ্ছে না, ছাত্র সংসদ নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হচ্ছে না। আর যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ পেয়ে এস এফ আই জেতে তাহলে ছাত্র সংসদ গঠন করছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, যেমনটা হয়েছে রানিগঞ্জ গার্লস কলেজে। এস এফ আই-এর সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে ২০১১-১২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক পরীক্ষা দিতে পারেনি ৭০ জনের কাছাকাছি ছাত্র-ছাত্রী, কলেজ থেকে অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করতে পারেনি ৫০ জনের বেশি ছাত্র-ছাত্রী, অ্যাডমিট কার্ড পেলেও তৃণমূল ছাত্র পরিষদ সেই অ্যাডমিট কার্ড ছিঁড়ে দিয়েছে ১৬ জন ছাত্র-ছাত্রীর। আউশগ্রাম থানার দেবশালা গ্রামের জাতীয় বৃত্তিপ্রাপ্ত দশম শ্রেণির সম্ভাবনাময় ছাত্র অর্ঘ্য চ্যাটার্জী বুঝতেই পারছে না কেন তৃণমূল কংগ্রেসীরা তার বইপত্র ছিঁড়ে ফেলে দিল। মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে ২০ জনের বেশি ছাত্রকে। বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রকেও জেলে যেতে হয়েছে।

(৩) তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার ছাত্র সংগঠন হামলা করতে করতে এমন একটা জায়গায় গেছে যে বর্ধমান এম ইউ সি উইমেন্স্ কলেজ, বর্ধমান বিবেকানন্দ কলেজ, কালনা কলেজ, মেমারি কলেজ, মানকর কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের স্বঘোষিত নেতারা নিজেদের মধ্যেই সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে, কলেজের সম্পত্তি ভাঙচুর হচ্ছে, পুলিশ আসছে। তৃণমূলী বিশৃঙ্খলায় মানকর কলেজ, বর্ধমান বিবেকানন্দ কলেজ তো অনির্দিষ্টকাল বন্ধ রাখার নোটিশ দিতে হয়। ভাঙচুর হয় রানিগঞ্জ টি ডি বি কলেজে।

৪) ২০১১ সালের তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার গঠিত হওয়ার পর বামপন্থী শিক্ষক সংগঠন করার অপরাধে শিক্ষকদের কাছ থেকে, বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষকদের কাছ থেকে জরিমানা আদায়ের হিড়িক পড়ে যায়। পূর্বস্থলী থানার মুকসিমপাড়ার প্রাথমিক শিক্ষক মুস্তাক আহমেদকে তো ২ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হয়। জরিমানার সর্বনিম্ন পরিমাণ হচ্ছে ১০ হাজার টাকা।

দুর্নীতি, অনৈতিকতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমন পর্যায়ে চলে যাচ্ছে যে সাংবাদিক বৈঠক ডেকে অভিযোগকারী অভিযোগ করছেন। ২০১৪ সালের ১৪ জানুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকার 'বর্ধমান' পাতায় 'দুর্নীতিতে প্রশ্রয় উপাচার্যের, বৈঠকে অভিযোগ সঞ্চালকের' শিরোনামে লেখা হয়েছে, ''উপাচার্য স্মৃতিকুমার সরকারের বিরুদ্ধে তহবিল তছরূপকারীদের প্রশ্রয় দেওয়া সহ নানা অনিয়ম চলতে দেওয়ার অভিযোগ তুললেন বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সেবা প্রকল্পের সঞ্চালক জ্যোতির্ময় গোস্বামী। ... তাঁর দাবি, গত দু'বছর ধরে এন এস এস-এর তহবিলে প্রায় ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা জমা পড়েনি। ... জ্যোতির্ময়বাবুর আরও অভিযোগ, এন এস এস-এর কাজে বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও হুগলিতে ঘোরা বাবদ গত এক বছরে মাত্র ১৫ হাজার টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু উপাচার্য এই কাজের জন্য খরচ দেখিয়েছেন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।'' এই অভিযোগ হয়তো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে দেখবেন। তবে অভিযোগ তোলার এক সপ্তাহের মধ্যে জ্যোতির্ময়বাবু তাঁর পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন।

২০১২ সালে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উচ্ছৃঙ্খলতার ফলে আত্মসম্মান রক্ষার জন্য বর্ধমান রাজ কলেজে গভর্নিং বডির সদস্যারা পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। নতুন গভর্নিং বডিতে তৃণমূল কংগ্রেসীদেরই প্রাধান্য আছে। এই-রকম একজন সদস্য পেশায় আইনজীবী, কলেজের কিছু দুর্নীতি ও অনৈতিক কাজ সম্পর্কে খোদ শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। হাইকোর্টে একটা মামলার সূত্রে এই তথ্য পাওয়া যায়।

শিক্ষক নিয়োগে যে দুর্নীতি চলছে, তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শিকার হচ্ছেন চাকরিপ্রার্থী বেকাররা। চূড়ান্ত অব্যবস্থার মধ্যে ২০১৩ সালের ৩১ মার্চ প্রাথমিক শিক্ষক প্যানেল তৈরির জন্য যে পরীক্ষা (টেট) হয়, সেই পরীক্ষা দিতে পথ দুর্ঘটনায় অন্তত ১৬ জন পরীক্ষার্থী ও তাঁদের আত্মীয়স্বজন আহত হন। উল্লেখ্য, এই পরীক্ষা প্রহসনে কালনার তৃণমূলী বিধায়কের পাঁচ নিকট আত্মীয় প্রাথমিক শিক্ষক হয়েছেন। এদিকে ২০১২ সালের বর্ধমান জেলার রাইপুর-কাশিয়ারা হাই স্কুল, রসুলপুর ভুবনমোহন হাই স্কুল কেন্দ্রে এস এস সি পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। পুনরায় পরীক্ষা করতে হয়।

৫) তৃণমূল কংগ্রেস শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, গ্রন্থাগার কর্মীদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করতে চাইছে, এমনকী যে সংগঠনগুলো বছরের পর বছর দলমত নির্বিশেষে একসঙ্গে থেকে কাজ করছিল, সেই সংগঠনগুলোও ভেঙে দিয়েছে, যেমন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ সাধারণের গ্রন্থাগার কর্মী সমিতি, পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাকর্মী সমিতি। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু নিজে বলছেন, ওয়েবকুটার সদস্যরা 'হার্মাদ', 'ওয়েবকুটা করলে ক্লাস নিতে হয় না'। অবশ্য বর্ধমান জেলায় এই সংগঠনগুলোর ভাঙন খুব কমই হয়েছে। যাঁরা ভেঙে গেছেন, তাঁদের মধ্যে আবার অনৈক্য দেখা দিয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস এত নগ্ন দলতন্ত্র করছে যে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির টেস্ট পেপার ব্যবহারে নানাভাবে বাধা দিচ্ছে, যদিও সফল হচ্ছে না। শিক্ষক সমিতি প্রতি বছর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। সেখানেও বাধা। বিশেষ করে বর্ধমান সদর, রায়না, মাধবডিহি, মেমারি থানা এলাকায়।

তৃণমূল কংগ্রেস অলিখিত ফতোয়া জারি করেছে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কার্ল মার্কস-এর নাম মুখে আনা যাবে না। তেমনটাই হয়েছে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে। ২০১১ সালের ৮ আগস্ট বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত রবীন্দ্রনাথ স্মরণে এক অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির প্রবীণ অধ্যাপক পিনাকী চক্রবর্তী প্রাসঙ্গিকভাবে মার্কসকে উদ্ধৃত করায় তাঁর বক্তৃতায় বাধা দেওয়া হয় এবং তাঁকে লাঞ্ছিত করা হয়। এই ঘটনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অর্থনীতির বিশিষ্ট অধ্যাপকেরা যৌথভাবে প্রতিবাদ জানান।

অথচ বিস্ময়কর হচ্ছে রীতিবহির্ভূতভাবে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য ২০১৩ সালের ২২ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বলেন, ''Most important achievement of the year in maintaining a peaceful trouble free campus throughout this year. As Vice Chancellor, I extend my warm appreciation of the very supportive role of the university students union led by Trinamool Chhatra Parisad.'' এই-রকম কোনো একটা ছাত্র সংগঠনের উল্লেখ অসমীচীন।

বর্ধমান জেলাবাসী হিসাবে আমরা যাঁদের জন্য গর্ব করি, তাঁদের অন্যতম বিনয় চৌধুরী। সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিপ্লবী। হাটগোবিন্দপুরে প্রাজ্ঞ বিপ্লবী ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দের ছোট ভাই) স্মরণে কলেজ গড়ে তোলায় তাঁর ভূমিকা অনস্বীকার্য। অথচ তৃণমূলী বাধায় কলেজ চত্বরে আজও তাঁর মূর্তি স্থাপন করা যায়নি। এ আমাদের লজ্জা। ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়ার এই অপচেষ্টা এখনও ব্যর্থ করতে পারা যায়নি।

৭) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শূন্য পদ দ্রুত পূরণ হচ্ছে না। সবচেয়ে করুণ অবস্থা সরকার-পোষিত গ্রন্থাগারগুলোর। তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের আমলে গ্রন্থাগারের একটাও শূন্যপদ পূরণ হয়নি, বরং শূন্যপদের সংখ্যা বেড়েছে। জেলায় চালু গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২০৮। বামফ্রন্ট সরকারের আমলে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৪৮৫। তারপর একটাও বাড়েনি। বর্তমানে শূন্যপদ ১৭৭। একেবারে কর্মীশূন্য গ্রন্থাগারের সংখ্যা ১৩টা। এই অবস্থায় তৃণমূল কংগ্রেস ও তার সরকারের কাজ হচ্ছে হুমকি দেওয়া, সংগঠন ভেঙে দেওয়া।

৮) শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের সবচেয়ে মর্মন্তুদ ও লজ্জাজনক ঘটনা হচ্ছে ছাত্রীদের উপর পাশবিক অত্যাচার ও এমনকী তাদের খুন। ২০১২ সালের ৭ আগস্ট হীরাপুর থানার বার্ণপুর গার্লস প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শ্রেণির এক ছাত্রী পরীক্ষা দিয়ে আর বাড়ি ফেরেনি। পাশবিক অত্যাচার করে তাকে খুন করা হয়। ২০১২ সালের ১০ অক্টোবর রূপনারায়ণপুর নজরুল শতবর্ষ পলিটেকনিকের ইনট্রুমেন্টেশন বিভাগের প্রথম বর্ষের এক ছাত্রী পলিটেকনিকের তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পরিচালিত ছাত্র সংসদ অফিসে বারে বারে ধর্ষিতা হয়। ২০১২ সালের ১৬ ডিসেম্বর মঙ্গলকোট থানার ক্ষীরগ্রামের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ধর্ষিতা ও খুন হয়। ২০১৩ সালের ২৫ অক্টোবর বর্ধমান সাধুমতী বালিকা শিক্ষাসদনের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে প্রাইভেট টিউটরের কাছে লেখাপড়ার পর বাড়ি ফেরার পথে একদল দুষ্কৃতী তুলে নিয়ে যায়, তাকে ধর্ষণ করে এবং তারপর খুন করে।

শিক্ষক সমাজের দায়িত্ব

শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্য গোটা সমাজে ক্ষত সৃষ্টি করছে। এই নৈরাজ্যের প্রত্যক্ষ কবলে পড়ছে শিক্ষক সমাজ। তাই শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী-গ্রন্থাগারকর্মীরা নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে-প্রতিরোধে শামিল হচ্ছেন। তবে একটা ছোট অংশের মধ্যে এখনও নির্লিপ্ততা, দ্বিধা, দোদুল্যমানতা থেকে যাচ্ছে। আমাদের আশা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিবাদ- প্রতিরোধে তাঁরা তাঁদের অবস্থান স্পষ্ট করবেন। ২০১১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস তার নির্বাচনী ইস্তাহারে কী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল? সরকার গঠনের এক বছর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী ঘোষণা করেছিলেন? ২০১১ সালের মে মাস থেকে ২০১৪ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত বর্ধমান জেলার শিক্ষক সমাজের কী অভিজ্ঞতা হয়েছে? বামফ্রন্ট সরকারের আমলে কী অভিজ্ঞতা হয়েছিল? এইসব প্রশ্নগুলোর উত্তর পাশাপাশি রেখে শিক্ষক-শিক্ষিকা-শিক্ষাকর্মী-গ্রন্থাগারকর্মীদের নিজেদেরই সিদ্ধান্ত নিতে হবে তাঁদের নিজেদের জন্য, তাঁদের সন্তান-সন্ততির জন্য, তাঁদের ছাত্র-ছাত্রী, তাঁদের পাঠক-পাঠিকার জন্য।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইতিহাসবিদ তপন রায়চৌধুরী ও আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অর্থনীতিবিদ প্রণব বর্ধন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে যে-সব কাজ ঠিক হয়নি অথবা যে-সব ঘটনা তাঁদের পীড়া দিয়েছে, তাঁরা সে-সব ব্যক্ত করেছেন। তারপর ২০০৯ সালে তপন রায়চৌধুরী তাঁর বহুপঠিত বই 'বাঙালনামা'-য় লিখেছেন, ''বিরোধী দলের প্রধান নেত্রীর কার্যকলাপ এতই জনস্বার্থবিরোধী, এতই সুবুদ্ধিবিরহিত যে তিনি কখনও সিংহাসন অধিকার করবেন ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়।'' আর প্রণব বর্ধন ২০১০ সালে এক সাক্ষাৎকারে (India Today, 27 December 2010) বলেন, ''Mamata is even more populist and agitational than the Left, has shown little competence as a railways minister and her party has very little to show in terms of performance in two districts where it has local governments. I am very despondent about immediate future of the state, no matter who wins the next election. Mamta's alliance with Maoists is one of mutual and tactical convenience (my enemy's enemy must be my friend), not of conviction.''

এই-সব মন্তব্য তো তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠনের আগে। সরকার পরিচালনার ১৫ মাসের ঘটনাবলী দেখে ২০১২ সালের ১২ আগস্ট সুপ্রিমকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ও ভারতের প্রেস কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মার্কন্ডেয় কাটজু বলেন, ''আমি এর আগে মমতা ব্যানার্জির প্রশংসা করেছিলাম। কেননা আমি ভেবেছিলাম কোনো ব্যক্তির চরিত্রের ভালো দিকগুলির দিকেও তাকানো দরকার। কিন্তু এখন আমি আমার মতামত পরিবর্তন করছি। আমি বিশ্বাস করি ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে রাজনৈতিক নেতা হওয়ার কোনো যোগ্যতাই তাঁর নেই। কেননা নাগরিকদের সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকারের প্রতি তাঁর কোনো শ্রদ্ধাই নেই। তিনি স্বৈরতন্ত্রী, অসহিষ্ণু, খামখেয়ালি।''

শিক্ষক-শিক্ষিকা-গ্রন্থাগারিক-শিক্ষাকর্মীরা তুলনামূলক বিচারে একটু বেশি জানেন, একটু বেশি বোঝেন। তাঁরা তো তাঁদের অভিজ্ঞতা, এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মন্তব্য অবশ্যই বিবেচনা করবেন এবং ষোড়শ লোকসভা নির্বাচনে বামফ্রন্টের পক্ষেই তাঁদের অবস্থান গ্রহণ করবেন।

এস এস সি প্যানেল নিয়ে অবাধ দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা

বিশেষ সংবাদদাতা : লোকসভা নির্বাচনের ঢাকের কাঠি পড়তেই রাজনৈতিক দলগুলি যখন ভোটের ফেরি করতে ব্যস্ত ঠিক তখনই এম.এম.সি-র হবু চাকরিপ্রার্থীরা প্রতারিত হয়ে ভিক্ষার পাত্র নিয়ে ফেরি করছে। গত এস.এস.সি. প্যানেলে দুর্নীতি করে শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিচিতির ভিত্তিতে বেশি মেধাসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের প্রতারিত করে কম মেধাসম্পন্ন প্রার্থীরা জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগে হাইকোর্টে মামলাও রুজু হয়েছে। সরকারের থেকে বারবার অগ্রাহ্য করা হয়েছে অভিযোগকে। শেষে অভিযোগ সিলমোহর দিলেন এস.এস.সি-র উপসচিব অমিতেশ বিশ্বাস। তিনি সংবাদমাধ্যমের কাছে সমস্ত দুর্নীতির কথা স্বীকার করেছেন; দরকার হলে তিনি কোর্টে প্রতারিত প্রার্থীদের জন্য সাক্ষী দেবেন বলে জানিয়েছেন ভোটের আগে সরকারের অস্বস্তি বাড়িয়ে দিলেন উপ-সচিব, এজন্য তাঁকে অনেক মূল্য চোকাতে হয়েছে। পদ থেকে অপসারিত হতে হয়েছে। এখানেই থেমে থাকেনি সরকার। তার বিরুদ্ধে নানান কেসে জর্জরিত করে তাঁকে মানসিক চাপে ফেলা হয়েছে।

বামফ্রন্টের আমলেই নিয়োগে স্বচ্ছতা আনতে এস.এস.সি এবং প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে নতুন পদ্ধতি নেওয়া হয়। শিক্ষিত বেকার যুবক, যুবতীদের মধ্যে এ নিয়ে বিপুল আশার সঞ্চার হয়। কয়েক বছরে কোনো রাজনৈতিক দাদাকে না ধরেও মেধার ভিত্তিতে তারা শিক্ষক শিক্ষিকা হতে পেরেছে। অনেকের স্বপ্ন সফল হয়েছে। পরিবর্তনের পর মেধা নিয়ে পাশ করা ছেলেমেয়েদের সামনে শুধুই অনিশ্চয়তা। অথচ এরা অনেকের পরিবর্তনের সরকার নিয়ে আশার স্বপ্ন দেখেছিলেন। রাজ্য সরকার শিক্ষক নিয়োগে যত না আন্তরিক তার থেকে বেশি আন্তরিক ছিলেন বেকার ছেলে-মেয়েদের সামনে ভোটের গাজর ঝুলিয়ে রাখাতে। এন.সি.টি.ই-র আইন বুঝেও সরকারের বিজ্ঞাপন ভুলে ভরা। সারা রাজ্যে ৪৬,০০০ পদের জন্য পরীক্ষা দিয়েছিলেন ৪৫ লাখ। সারা রাজ্যে নিয়োগ হয় ২২ হাজার। এর মধ্যে জেলায় ছিলেন ২ লাখ। প্রাথমিক সারা রাজ্যে ৫৪ হাজার পদের জন্য ৫৫ লক্ষ ছেলেমেয়ে আবেদন করে, এর মধ্যে জেলাতে ছিলেন ২৫০৭ শূন্যপদ। টেটে পাশ করে ০.১ শতাংশ। ১৮ হাজারে নিয়োগ ৭ হাজার।

শিক্ষামন্ত্রী সবকিছু জেনেবুঝেও যুবক-যুবতীদের সঙ্গে সমানে প্রতারণা করে চলেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরা হাইকোর্টের কেস করায় হাই কোর্ট রায় দেয় প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের আগে তালিকা করে পরের পদগুলিতে অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিয়োগ করতে। হাইকোর্টের রায়কে তোয়াক্কা না করে এন.সি.টি.ই-র আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কম্বাইন্ড লিস্ট তৈরি করা হয়। ফলে জটিলতার ফাঁক গলে নিজেদের দলের লোককে নিয়োগ করা যায় কম্বাইন্ড লিস্টে নাম থাকা সত্ত্বেও পাঁচ হাজার হবু চাকুরি প্রার্থীরা প্রথম ১২ দিন অনশনের পরে এখন ভিক্ষাপাত্র নিয়ে রাজপথে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কম্বাইন্ড লিস্টটি তৈরি করা হয় শাসক দলের সুপারিশে। লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কম মেধাসম্পন্ন ছেলে-মেয়েদের কাউন্সিলিং-এ ডাকা হয়। এর আগের কোনোটিতেও এই ধরনের দুরূহ কম্বাইন্ড লিস্ট তৈরি হয়নি। এবার তৈরি হয়েছিল নির্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিত্তিতে। পরিবর্তনের পর প্রথম চেয়ারম্যান চিত্তরঞ্জন মণ্ডল নিজেকে সর্বেসর্বা ভেবে কম্বাইন্ড লিস্টে মেধাপ্রাপ্তদের বাদ দিয়ে নিজের লোকের নাম ঢোকান। অনেক নামি-দামি নেতার সুপারিশ মানেননি। ফলস্বরূপ তাঁকে সরে যেতে হয়। এরপর কাঁচড়াপাড়া কলেজের অধ্যাপক কল্যাণী পুরসভার অপসারিত চেয়ারম্যান মুকুল রায়-এর অতি ঘনিষ্ঠ প্রদীপ সুরকে চেয়ারম্যান পদে আনা হয়। এরপর দুর্নীতি বাড়ে। দ্বিতীয়, তৃতীয় কাউন্সেলিং-এ নাম করে শাসক দলের ঘনিষ্ঠরা নিযুক্ত হয়। লিস্টের আগে নাম থাকা প্রার্থীরা ডাক পান না, পরে নাম থাকা প্রার্থীরা ডাক পান। দুর্নীতি

—এরপর ছয়ের পাতায়

ভোটায়ন

হেঁশোরাম হুঁশিয়ার

এক

এলাটিং বেলাটিং সইলো
কেষ্টা কী বা কইলো?
‘মেরে পাস মা হ্যায় না’
স্টে-অর্ডার তো হইলো।

এলাটিং বেলাটিং সইলো
সি এম কী কইলো?
কেষ্টা করুক মাখন চুরি
পাহারাতে রই-লো।

এলাটিং বেলাটিং সইলো
মোহন কী কই লো?
দোহন শেষে মোহন গাছে
রাহুল ধরেন মই-লো।

এলাটিং বেলাটিং সইলো
মোদীজী কী কইলো?
কর্পোরেটই বাড়াচ্ছে রেট
থ্রিডি তে পেশ হইলো।।

দুই

ভয় কে করে জয়
ভোটটা দিতে হয়
ভোটের নামে নোটের খেলা
মানুষের মত হেলাফেলা
ধাপ্পাবাজের ছাপ্পামারা
চমকে ধমকে কম্ম সারা।
সয়েছেন তো অনেক কিছুই
এবারে আর নয়
সকাল সকাল ভোটটা দেবেন
ভয় কে করুন জয়।

তিন

কলিকালের আজব নিয়ম
কাঁদছে মানুষ হাঁসছে ঘোড়া
কয়েকটা দিন সবুর করুন
ভাঙবে শিল-এর দাঁতের গোড়া
সেটিং করে রেটিং রাখা
চলছে দাদা আজব খেলা
স্রোতের জলে হুররে বলে
সুবোধ বালক ভাসায় ভেলা।
সবুর করুন ফলবে মেওয়া
তোড়ায় বাঁধা ঘোড়ার ডিম
খুব সাবধান সামনে তুফান
জলের তলায় শৈল হিম।

চার

ভাঁজ বেশি কাজ কম
রঙ খাসা ঝাঁঝ কম।
কন্যারা শ্রীহারা
ওদের তো লাজ কম।
দামালের দুষ্টুমি
হাতে বলো কাজ কম!

পাঁচ

শিল্প নেই কে বলল?
ভাজো চপ পেঁয়াজি
বাঁশ কাটো ঘাস ছাঁটো
বাঁশি ধরো রেওয়াজি!

ছয়

চাষি ভাই চাষি ভাই
করছো তুমি কী?
চোখের জলে
ধান বুনেছি অভ্যাসেতে জী।
ধান বেচতে হচ্ছি পাগল
সোনার ফসল খাচ্ছে ছাগল
পঙ্গপালের ঝি।

সাত

খেলার নামে ছেলেখেলা
ব্যাকডোরেতে বেটিং।
বেকার ছেলে বেগার খাটুক
দাঁও মারবে সেটিং।

লোকসভা ভোট ২০১৪

সুনামী গুপ্ত

(এক)

অক্সিজেনের বড্ডো অভাব,
গালমন্দ করাই স্বভাব।
কাউকে বলে গেছো ইঁদুর,
শালীন ভাষা হচ্ছে সুদূর।
বেশভূষাতে পরিপাটী,
সঙ্গে বোমা, ছুরি, লাঠি।
এটাই নাকি অনুর ব্রত,
কালী মায়ের মনের মতো।
জমছে পাহাড় লুটের ধনে,
করছে বাখান আপন মনে।

(দুই)

পেশায় ছিলেন অধ্যাপক
বুথ দখলের হুমকি দেন,
দিল্লি যাবার বড়োই শখ,
গোপাল ঠাকুর শালুক চিনেছেন!
মানুষকে তাঁর করছে এখন ভয়,
শঙ্কা কি তাঁর নিজের পরাজয়?
ফ্যাসিবাদের উকিল সর্বনাশা!
ভোটের যুদ্ধ কি হচ্ছে প্রহসন?
বোবা কালা থাকবে কমিশন?

(তিন)

খুন-খারাবির নেশায় মাতাল, এমনই সুখ্যাতি!
মিথ্যাচারের প্রবল স্রোতে ভাসছে নেতার জ্যোতি!
মঞ্চে উঠে বলতে থাকে পিটিয়ে মারুন সাপ,
গণতন্ত্র করলে নিকেশ, দূর হবে সব পাপ।
জ্যোতির লয় তৈরি করে হলেন দেবীর প্রিয়,
চালিয়ে যা ভাই সোনার ছেলে, শতেক বছর জিয়ো।
হিটলার তো চলেই গেছে, তোরাই আমার সব,
প্রেত সাধনায় কর্‌না জোগাড় সিপিএমের শব।
সারদা-কাণ্ড, লন্ডভন্ড, মুফতে মিলল টাকা,
সেই টাকাতেই সচ্ছতারই পরেছি আঙ্‌রাখা।

(চার)

প্রধানমন্ত্রী হবেনটা কে, রাহুল নাকি মোদী?
তক্‌কে তক্‌কে আছেন এখন কালিঘাটের দিদি।
বিরোধীরা শূন্য হলে তেনার মানস পূর্ণ,
কোমর বেঁধে গণতন্ত্রকে করেন তিনি চূর্ণ।
দেওয়াল লেখা বারণ তোদের, কুলুপ তোদের মুখে,
ভোটের দিনে থাক্‌ না ঘরে, ভোট দিবি কোন্‌ দুখে?
আমার যতেক দুষ্ট দামাল বাইক চড়ে যায়,
লুটে লে না এই আমলে, বইছে দখিন বায়।

সততার প্রতীক

দিলীপ কালিন্দী

চুরি আমি করিনা
চোরকে দিই তোফা।
কে ডি-কুনাল-সুদীপ্ত
সততার সব রফা।।
লক্ষ লক্ষ মানুষের
জীবন করে কালি,
কী করে তুমি পরে আছে
সততার নামাবলী?
যে করেই হোক ভোটে জেতা
হবে কি মতের প্রতীক!
জনগণ নয়—এত বোকা
ধিক্‌ তোমারে ধিক!!

বিদূষক-এর ছড়া

তন্ত্র আছে মন্ত্র আছে
সঙ্গে আজব তন্ত্র।
মহিলা বেশি হিটলারে আজ
চিবোয় গণতন্ত্র।

যে যত বড় গুলিস্ট
সেই তো তৃণমূলিস্ট

কথায় কথা বাড়ে
জলে বাড়ে ধান,
তৃণমূলের ভোট নয় ভাই
গাও রে বাঁচার গান।
দুঃশাসনের দিন শেষ
ভোটেই হবে রায়।
পরিবর্তনের পরিবর্তন
আজ মানুষের দায়।

সমাবেশ

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

এক যুগ হয়ে গেল
একবিংশ শতাব্দীর বয়স।
আঁধারের দাপট বেড়েই চলেছে।

কবিতা দীর্ঘপথ হেঁটেছে
প্রেম-পূজা, সতর্ক আবেদন,
শব্দখেলা, স্মৃতিবেদনা, চেতনা,
উদ্ভাস, বিরহ, অশ্রুমোচন,
ফুল-পাখি-আকাশ হয়ে,
নিষ্ফলা আক্রোশে।
এখন কবিতা ঝকঝকে ধারালো
তরবারি হাতে অশ্বারোহী হতে চায়।
আঁধারের অচলায়তন ছিন্নভিন্ন করে
আনতে নতুন সকাল।
সশস্ত্র যোদ্ধারা যূথবদ্ধ হচ্ছে
তেপান্তরের মাঠে।

তুমি

অভিজিৎ দাশগুপ্ত

সূর্যোদয়ে তুমি আছো
তুমিই স্বপ্নে, সুখে
সোনালী দিন চোখের তারায়
সে যেন ওই দু-হাত বাড়ায়
থাকবে তুমি বুকে

তুমি আছো আলোয় আলোয়
তুমি-ই স্বপ্নে, সাধে
ঝর্ণাধারা রক্তে, ঘামে
মিছিল জাগে ডাইনে, বামে
থাকবে প্রতিবাদে।

জোট বেঁধে ভোট দিন

—প্রথম পাতার পর

১৬ এপ্রিল ভাতাড় এবং বর্ধমান সদর দুটি এলাকায় সূর্যকান্ত মিশ্রের সভাতেও মানুষের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। আবার সেই চেনা ছবি দেখা গেল পরিবর্তনের পর। ট্রাকটর, বাসে করে গ্রাম থেকে মানুষ আসছে কাতারে কাতারে নেতৃত্বের বক্তব্য শুনতে। যেন দমবন্ধ পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে মানুষের এত আকুতি। মির্জাপুরে বিরোধী দলনেতা সূর্যকান্ত মিশ্র-র জনসভা যেখানে চলছিল তার কয়েকহাত দূরে প্রদীপ তা, কমল গায়েনকে প্রকাশ্য দিনের আলোয় পুলিশের সামনেই নৃশংসভাবে খুন করে তৃণমূল দুষ্কৃতীরা। খুনিরা এই জনসভা থেকে শিক্ষা পেয়েছে, প্রদীপ তা, কমল গায়েনকে শেষ করে দিলেও সিপিএম শেষ হবে না। কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করছে জেনে মানুষ ভরসা পেয়েছে। জনসভা যাতে না করতে পারে মাঠের মালিকদের শাসিয়েছে শাসকদল। তাতেও কোনোরকমে ছোট মাঠ যোগাড় করে জনসভা করেছে বামপন্থী দলগুলি।

দুটি জনসভাতেই সূর্যকান্ত মিশ্র ছাড়াও বক্তব্য রাখেন ভাতাড়ে বামাচরণ ব্যানার্জী, সৈয়দ মহঃ মসীহ, সুভাষ মণ্ডল প্রমুখ এবং মির্জাপুরে অমল হালদার, গণেশ চৌধুরী, প্রার্থী সাইদুল হক প্রমুখ।

গলসি ও বাদুলিয়ায় অনুরূপ জনসভায় বক্তব্য রাখেন সূর্যকান্ত মিশ্র।

বিকল্প জনস্বার্থবাহী সরকার গড়তে

—প্রথম পাতার পর

নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন গৌতম দেব। একসময় সাতগাছিয়ার বাজার অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বড় মাঠ না পাওয়ায় মনসাতলার মাঠের জনসভাতে গৌতম দেবকে যেতে হিমসিম খেতে হয়। এ যেন দমবন্ধ অবস্থা থেকে মুক্তির স্বাদ। সাতগাছিয়ার এই জনসভায় আদিবাসী আবাল বৃদ্ধ-বণিতা ধামসার তালে তালে, ক্ষেতমজুর গরিব মানুষ তাসা বাজিয়ে, আবার কেউ ঢাক, ঢোল বাজিয়ে চলেছে বক্তব্য শুনতে। না এ কোনো দেব, মিঠুন বা মুনমুন সেনের জনসভা নয়, যে মানুষগুলো যাচ্ছে তাদের এই নতুন সরকার হয় জমি কেড়ে নিয়েছে, নতুবা বাস্তু কেড়ে নিয়েছে অথবা সিপিএম করার অপরাধে এলাকা ছাড়া করেছে ওই গ্রামের মাতব্বর দাদাদের দল। তাই লোকসভা নির্বাচনে উচিত শিক্ষা দিতে জনসভাতে জনজোয়ার। পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট লুঠের জবাব দিতে যাচ্ছে শুধু মানুষ আর মানুষ।

এই জনজোয়ারের উদ্দেশ্যে সিপিআই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য গৌতম দেব বলেন, আগামী ২ বছর পশ্চিমবাংলার ভালো করতে এই নির্বাচনে মমতাকে উচিত শিক্ষা দিন। একটু সতর্ক করে দিন। আর এই লালঝাণ্ডা যদি সারা ভারতে ৪০-৪৫টা আসন পায় তাহলেই লোকসভায় বামপন্থীরা নির্ণায়কের ভূমিকা নেবে। তখনই আমরা তিনটি কর্মসূচি বুঝে নেব। প্রথমত রেশনে সবার জন্য ২ টাকা কেজি চাল মাসে ৩৫ কেজি। দ্বিতীয়ত ৬০ বছর পার হলেই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য ২০০০-৩০০ টাকা পেনশন চালু। তৃতীয়ত কলেকারখানায় শ্রমিকদের জন্য ন্যুনতম দশ হাজার টাকা বেতন এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি আইন চালু।

উনি হাওয়াই চটি পরে হেলিকপ্টারে উড়ে বেড়াচ্ছেন। তিনি এখন ছবিও আঁকেন না, আর বিক্রিও হয় না। আপনার ছবি বিক্রির হিসাব দিতেই হবে। গত বিধানসভার আগে প্রার্থী পিছু ১৬ লক্ষ টাকার কুপনকাণ্ডর রহস্য উন্মোচন হবেই। মুকুল রায় মানহানির কেস করে দু’বার কোর্টে যাননি। হয় আমাকে মিথ্যা কথা বলার জন্য অথবা তাকে চোর প্রমাণিত হওয়ার জন্য জেলে যেতেই হবে।

তিনি বলেন, ২০১১ বিধানসভায় মমতা ব্যানার্জী জেতেনি আমরা হেরেছি। অনেক মানুষ বুকে ব্যথা নিয়ে তৃণমূলকে ভোট দিয়েও তৃণমূল অফিসে যায়নি বা তাঁদের মিছিলে হাঁটেনি। সেই মানুষকে ফিরিয়ে আনাই প্রথম কাজ। দ্বিতীয়ত শ্রমজীবী মানুষ, আদিবাসী সম্প্রদায়, বর্গাদার, পাট্টাদার, গরিব সংখ্যালঘু সমস্ত মানুষই আমাদের গর্ব। এদেরকে আবার টেনে এনে নিজিদের ঘর ভরাতে হবে। আমাদের উঁচুতলার নেতাদের ভুলত্রুটি শোধরানোর কাজ চলছে। ওরা ক্ষমতায় এসে আমাদেরকে মারধোর, জেলে পোরা, খুন, বাড়িছাড়া করেছে। আমাদের ৩৪ বছরে একজনের নাম বলতে পারবে না যাকে জেলে পোরা হয়েছে। এমনকি বিধানসভা ভাঙা, সিঙ্গুরে জাতীয় সড়ক ১২ দিন অবরুদ্ধ করা এসবের জন্যও মমতা ব্যানার্জিকে জেলে পুরিনি। ওরা ক্ষমতায় এসে যেসব জেলাগুলোতে আক্রমণ তীব্র করেছে তার মধ্যে বর্ধমান জেলা সবার আগে। কারণ একটাই। এখানে গণআন্দোলন জমি আন্দোলন, মজুরি আন্দোলন তীব্র ছিল বলেই। একমাত্র বামপন্থীরাই পারে কংগ্রেস-বিজেপির বিকল্প জনস্বার্থাহী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে।

এছাড়া সভায় বক্তব্য রাখেন সভার সভাপতি তাপস চ্যাটার্জী, প্রার্থী সাইদুল হক এবং বিধায়ক চৌধুরী মহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ।

এদিনই কালনার অঘোরনাথ পার্কের সমাবেশে গৌতম দেব ছাড়াও বক্তব্য রাখেন লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস, আর. সি. সিং, সুশান্ত মোস্তব প্রমুখ।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। ১৩ এপ্রিল। ১৯১৯ সালের এদিন জেনারেল ডায়ারের নেতৃত্বে গুলি চালিয়ে ৪৭৯ জন নিহত এবং ১২০০ জন আহত হন; ২। ১৮৬৪ সালের ১৪ এপ্রিল, জন ইউনুস বুথের নামে আততায়ী; ৩। ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল, ১৯৯০ সালের ১৪ এপ্রিল; ৪। ১৯১২ সালের ১৫ এপ্রিল, দঃ আটলান্টিক মহাসাগরে রাত্রি ৩টে ২১ মিনিটে। ১৫২১ জন; ৫। ইউরোপ মহাদেশে। ১৯৫০ সালের ১৬ এপ্রিল। কোপেন হেগেন; ৬। ১৯৫৯ সালের ১৬ এপ্রিল; ৭। ১৯৬২ সালের ১৬ এপ্রিল; ৮। এশিয়া, ১৯৪৬ সালের ১৭ এপ্রিল। দামাস্কাস; ৯। আফ্রিকা মহাদেশে, ১৯৮০ সালের ১৮ এপ্রিল, হারারে; ১০। ১৯৬২ সালের ২০ এপ্রিল, মার্কিন রাষ্ট্রদূত ড. গলব্রেথ; ১১। রোমুলাস ওরেমুস, খ্রিস্টপূর্ব ৭৫৩ সাল; ১২। ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স। ১৯১০ সালের ২১ এপ্রিল, জন্ম ১৯৩৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর, হ্যালির ধূমকেতু।

Space Donated by

S. K. Banerjee

Burdwan

তৃণমূলের ৩৪ মাস, দুর্গাপুরের সর্বনাশ

বামপ্রার্থী সাইদুল হকের সমর্থনে শিল্পাঞ্চলের দিকে দিকে জনজোয়ার

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : জন-বিরোধী কংগ্রেস- বিজেপির কার্যকলাপ সম্পর্কে ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরের অভিজ্ঞতা নতুন কিছু নয়। বিগত শতাব্দীর ৬০-এর দশক থেকে কংগ্রেসের এই জনবিরোধী স্বরূপ ইস্পাতনগরী দুর্গাপুর প্রত্যক্ষ করছে। শহিদ আশীষ-জব্বরের স্মৃতি আজও অমলিন। কুখ্যাত সিদ্ধার্থশংকর রায়ের কালো জামানায় ইস্পাতনগরীর পথে পথে শহিদদের মৃত্যুবরণ চিরকালীন লোককথায় পরিণত হয়েছে। ৯০-এর দশকে কংগ্রেসের আমদানি করা নয়া উদারনীতিবাদের চোটে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চল রুগ্ন হতে বসেছিল। এন.ডি.এ-বাজপেয়ী জমানায় অনুসৃত কংগ্রেসের সৃষ্ট নয়া উদারনীতিবাদ দুর্গাপুরের টুঁটি চেপে ধরে। বন্ধ হয়ে যায় এম.এ.এম.সি-এফসিআই-এর মতো রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি। রুগ্ন হতে শুরু করে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা—মিশ্র ইস্পাত কারখানা। উল্লেখ্য, নরসীমা রাও সরকার ও বাজপেয়ী সরকার—উভয়েরই মন্ত্রী ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। ইতিহাস বলে দুর্গাপুরের সেই সর্বনাশের দিনে, মিথ্যে স্তোকবাক্য ছাড়া তৃণমূল নেত্রীর কাছে থেকে আর কিছুই পাওয়া যায়নি। এনডিএ জমানার সেই কালো দিনে দুর্গাপুরের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়েছিল বামফ্রন্ট সরকার। নতুন করে দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলকে জীবনদান করে বামফ্রন্ট সরকার। বেসরকারি ক্ষুদ্র ইস্পাত শিল্প ও অনুসারী বিভিন্ন শিল্প সহ বিভিন্ন শিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা জোগায়। গড়ে ওঠে এডুকেশনাল হাব্। প্রতিষ্ঠা হয় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সফ্টওয়ার শিল্পের বিশ্ব মানচিত্রে যুক্ত হয় দুর্গাপুর। শুরু হয় হেল্থ সিটি ও এয়ারোট্রোপলিসের মতো বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠার কাজ।

কিন্তু 'পরিবর্তন'-এর জমানায় ইস্পাতনগরীতে নেমে এসেছে হতাশার ঘন অন্ধকার। মিথ্যা প্রতিশ্রুতির ছাড়া, কী পাওয়া গেল এই ৩৪ মাসে? এই প্রশ্ন, আজ ইস্পাতনগরীর বাসিন্দাদের মুখে মুখে ঘুরছে। গত ৩৪ মাস ইস্পাতনগরী প্রত্যক্ষ করেছে প্রত্যক্ষ পুলিশি মদতে শাসক তৃণমূলের জল্লাদবাহিনীর একটানা সন্ত্রাস। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার ৩৫০০ ঠিকা শ্রমিককে কাজের জায়গা থেকে উচ্ছেদ করা হয় সিআইটিইউ-এর সদস্য হওয়ার অপরাধে। সিপিআইএম-এর নেতা-কর্মী-সমর্থকদের উপর চলেছে লাগাতার হিংস্র শারীরিক আক্রমণ ও হুমকি। ভাঙচুর করা হয়েছে শহিদ আশীষ-জব্বার ভবন সহ বিভিন্ন সেক্টার অফিস এবং হিন্দুস্থান স্টিল এমপ্লয়িজ ইউনিয়নের দপ্তর বিটি রণদিভে ভবন। অসংখ্য মিথ্যা মামলায় জড়ানো হয়েছে শ্রমিক নেতৃবৃন্দ সহ সাধারণ বামপন্থী কর্মীদের। হামলার হাত থেকে রেহাই পায়নি মহিলা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিক, এমনকি নির্বিরোধী সাধারণ মানুষ। বেআইনিভাবে দখল করেছে পিপল্স কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক কনজিউমার কো-অপারেটিভ। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় স্থায়ী শ্রমিকদের হটিয়ে ঠিকাদারদের লাভবান করার জন্য কী কারণে তৃণমূলী নেতাদের 'অভিযান চলছে' তা বুঝে নিতে কষ্ট হচ্ছে না ইস্পাত শ্রমিকদের। ভয়ে কাঁটা মহিলারা সন্ধ্যা নামার আগেই বাড়িমুখো হচ্ছেন। এমনকি দিনের বেলাতে, ছাত্রীদের অভিভাবকদের সাথে নিয়ে বেরোতে হচ্ছে! পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছে অসামাজিক কার্যকলাপের 'ঠেক'। দুষ্কৃতীবাহিনী বেআইনিভাবে দখল করেছে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অসংখ্য কোয়ার্টার, দখল করেছে ইস্পাতনগরীর প্রাচীনতম স্টিলমার্কেট পোস্ট-অফিসের ঐতিহ্যমণ্ডিত পুরনো বাড়ি। সমস্ত ইস্পাতনগরী জুড়ে বহু মূল্যবান গাছ কেটে নিয়েছে দুষ্কৃতিবাহিনী। শিবাজী রোডের ফুলবাগান কি এই তালিকায় নবতম সংযোজন হতে চলেছে? ভবিষ্যৎই তার উত্তর দেবে।

না। বিগত ৩৪ মাসের পরিবর্তনের জমানার 'কালোকথার' শেষ হতে এখনও বাকি আছে। নতুন কোনো শিল্প আসেনি, নতুন করে আসার কোনো সম্ভাবনা অতিউৎসাহীরাও শোনাতে পারছেন না। ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে ১১টি কারখানা। বন্ধ হওয়ার আশংকায় দিন গুনছে আরও অনেকগুলি। দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় আধুনিকীকরণের কাজ শেষ হওয়ার কথা ছিল ২০১২ সালে। কিন্তু ২০১৪ সালে এসেও সেই কাজ শেষ হয়নি। কবে শেষ হবে, তা ভবিষ্যৎই বলবে। শ্রমিকরা কাজ হারাচ্ছেন। বেকার যুবকদের ম্লান মুখ পাড়ার মোড়ে ভিড় বাড়িয়ে চলেছে অথবা কাজের আশায় অন্যত্র পাড়ি দিচ্ছে।

হতাশার এই অন্ধকারে একমাত্র রূপালী ঝলক সেই লাল ঝাণ্ডা যা ইস্পাতনগরীর সত্তায় জড়িয়ে আছে ৬০-এর দশক থেকে। ইস্পাতনগরীর মানুষের মন থেকে যে লালঝাণ্ডাকে মোছা যাবে না, তা বুঝতে পেরেই তৃণমূল সন্ত্রাসের আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু সন্ত্রাসের ৩৪ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পরে সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে যখন ইস্পাতনগরীর মানুষ প্রশ্ন করছে কী পেলাম, তখন তৃণমূলিরা পিঠটান দিচ্ছেন। ইস্পাতনগরীর বুকে বাইরে থেকে সমাজবিরোধী আনাগোনা বাড়ছে। ইতিমধ্যে মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রসহ পুলিশের জালে ধরা পড়েছে রঘুনাথপুর-মধুবল্লীর মিল্টন দাস নামে জনৈক তৃণমূলের নেতা সহ আরও চারজন কুখ্যাত অপরাধী। অন্যদিকে সন্ত্রাসের মুখে দাঁড়িয়ে অটল সিপিআই(এম) ও বামপন্থী গণসংগঠনের সদস্যরা বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত সিপিআই(এম) প্রার্থী কমরেড সাইদুল হকের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে গিয়েছেন। পার্টির ডাকে নির্বাচনী-তহবিলে অর্থ-সাহায্যের আবেদনে সাড়া মিলেছে বিপুল। বর্তমান সাংসদ কমরেড সাইদুল হক বিগত ৫ বৎসরে, দুর্গাপুর ও দুর্গাপুরের শিল্পাঞ্চলের অভাব-অভিযোগের কথা নিয়ে যে সংসদে সোচ্চার ছিলেন, তা পার্লামেন্ট কমিটির দেওয়া হিসেবেই প্রমাণিত। আবার, দুর্গাপুরের নিত্যনৈমিত্তিক আন্দোলনের চেনামুখ সাংসদ সাইদুল হক দক্ষতার সাথে সাংসদ তহবিলের অর্থ এলাকার উন্নয়নের কাজে ব্যয় করেছেন একথা নিন্দুকেরাও স্বীকার করছেন। তাই সবমিলিয়ে, সাইদুল হকের সমর্থনে নির্বাচনী কর্মসূচিতে ইস্পাতনগরী দুর্গাপুরের বুকে জনসমর্থনের ঢল নামছে।

১৩ এপ্রিল সকালে, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র দুর্গাপুর জোনাল-১এ কমিটির আহ্বানে সাইদুল হকের সমর্থনে এক বিশাল পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। সিটি সেন্টার সংলগ্ন সেইল সমবায় আবাসনের মৌলানা আজাদ থেকে এই পদযাত্রা শুরু হয়ে কবিগুরু-ভগৎ সিং মোড়-চণ্ডীদাস বাজার হয়ে শেষ হয় মহিষ্কাপুর এভিন্যুতে। আদিবাসী লোকশিল্পীদের ধামসা-মাদলে উত্তাল সব ধরনের মানুষের এই মিছিলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় উপস্থিত ছিলেন মহিলা ঠিকা শ্রমিক ও যুবরা। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বাম নেতৃত্ব অজিত মুখার্জী, সন্তোষ দেবরায়, সুবীর সেনগুপ্ত সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

১৭ এপ্রিল সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা ছুঁইছুঁই। বিজরা গ্রামে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র ১এ জোনাল কিমটির ডাকে বিশাল গ্রামসভা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে সাইদুল হক-এর জন্য। একটু পরেই, সভায় পৌঁছলেন সাইদুল হক। এর আগেই ইস্পাতনগরীর এ'জোনের আশীষ মার্কেট থেকে ট্রাঙ্ক রোড পর্যন্ত এক বিশাল পদযাত্রায় অংশ নিয়েছেন সাইদুল হক। মুখে কোনো ক্লান্তির ছাপ নেই। সংসদের ভিতরে ও বাইরে সমানভাবে সাবলীল এই দক্ষ সাংসদ।

এরপরে, ইস্পাতনগরীর বি'জোনের উইলিয়াম কেরীর মোড়ে এক জনসভায় তিনি বক্তব্য রাখেন এবং জনসভার শেষে তাঁকে সামনে রেখে বিশাল মিছিল উইলিয়াম কেরী থেকে শুরু হয়ে মহুয়াবাগান, হাজরাপাড়া প্রদক্ষিণ করে এস.এন. বোসে শেষ হয়।

মিছিল শেষ করেই প্রার্থী সাইদুল হক চলে যান আইনস্টাইন মোড়ে। সেখানে অপেক্ষমান বিশাল জনতার সামনে বক্তব্য রাখেন সাইদুল হক। সভা যখন শেষ হয় তখন ঘড়ির কাঁটা রাত ১০টা ছুঁয়েছে।

ঈশ্বরচন্দ্র দাস-এর সমর্থনে প্রচার মিছিল

—চার পাতার পর

প্রতিবাদে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে শ্লোগান ধ্বনিত হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন প্রার্থী ঈশ্রচন্দ্র দাস সহ প্রাক্তন বিধায়ক সমর হাজরা, স্বপন ঘোষ, কালো মাল, বসন্ত পাকড়ে, সমড়ী সরেন, লক্ষ্মী রানা প্রমুখ।

মেমারিতে সাজিনা গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের মাঠ থেকে সকালে মিছিল শুরু হয়। শেষ চৈত্রের প্রচণ্ড তাপপ্রবাহের মধ্যেও প্রায় এক হাজারের বেশি মানুষ মিছিলে হাঁটেন। মিছিলে মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। মিছিলের পুরোভাগে প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাস ছাড়াও ছিলেন সুশীল ঘোষ, দেবাশিস ঘোষ, মুক্তিপদ বাগ, আব্দুল গফফার, সেখ মণিরুল ইসলাম, ছায়া রুইদাস, ক্ষুরদা হাঁসদা প্রমুখ। ৩৪ মাস পর এতবড় মিছিল হলো এই সাজিনা গ্রামে। ২০১৩ সালে তৃণমূলিরা পুলিশকে সামনে এগিয়ে দিয়ে প্রচণ্ড মারধোর করেছিল গ্রামের মানুষদের। মহিলারাও রেহাই পায়নি।

সাজিনা গ্রাম থেকে জয়রামপুর, মণ্ডলজোনা, কাশিরামপুর, আদাডাঙ্গা, পূর্বগন্তার, গন্তার, শঙ্করপুর হয়ে বটতলায় মিছিল শেষ হয়। গ্রাম পরিক্রমায় অসংখ্য মানুষ লাল ঝাণ্ডা নিয়ে ভিড় বাড়িয়েছেন। প্রত্যেকটি গ্রামের মোড়ে মোড়ে প্রার্থী ঈশ্বরচন্দ্র দাসকে চন্দনের ফোঁটা ফুল মালা দিয়ে বরণ করে নেন রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা অসংখ্য মহিলারা। প্রার্থীও মানুষের সাথে আলাপচারিতা করেছেন।

বিকালে মেমারির শুঁড়োদুর্গাপুর থেকে ঈশ্বরচন্দ্র দাস-এর সমর্থনে একটি মিছিল তিনটি গ্রাম ৯ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে বরোরকোঁড়া পাড়ায় শেষ হয়। এখানেও বর্ণময় বিশাল মিছিলে মানুষ হাঁটেন হুমকি সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করেই।

১৮ এপ্রিল ঈশ্বরচন্দ্র দাস-এর সমর্থনে পূর্বস্থলী-২ নং লোকাল কমিটির উদ্যোগে নাকাদহ-সিমূলগাড়ি, ব্রিজে এক প্রচার সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন কৃষকনেতা কামরুজামান মল্লিক, বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য তাপস চ্যাটার্জী, বিনকাসিম সেখ প্রমুখ। পীলা শাখা কমিটির উদ্যোগে পাটুলী স্টেশন বাজারে অনুরূপ পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মথুরা মণ্ডল। পথসভায় বক্তব্য রাখেন কৃষকসভার পূর্বস্থলী জোনাল কমিটির সম্পাদক রতন দাস, সাইদুল ইসলাম মোল্লা, রহমান সেখ এবং অধ্যাপক ইনামুর রহমান ও সুশান্ত ঘোষ।

অবাধ দুর্নীতি ও অকর্মণ্যতা

—চার পাতার পর

প্রকাশ্যে আসায় তাঁকে সরতে হয়। গত তিন বছরে তিনবার চেয়ারম্যান বদল হয়। কিন্তু ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা বন্ধ হয়নি। অথচ আঞ্চলিক চেয়ারম্যানরা সেই ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে বসে আছেন। বামফ্রন্টের সময়ে পাঁচটি আঞ্চলিক চেয়ারম্যানের মাধ্যমে তালিকার ভিত্তিতে একটি চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হতো। এগারো বার পরীক্ষা নেওয়া সঠিক সময়ে নিয়োগ নিয়ে কোনো অনিয়ম চোখে পড়েনি বা কোনো খবরও হয়নি। এখন সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় চেয়ারম্যানের হাতে। ফলে দুর্নীতির সুযোগ বেড়েছে। বেকার যুবক-যুবতীদের স্বার্থের অপেক্ষা নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ হচ্ছে। বলি হয়েছে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীরা।

এন.সি.টি.ই-র নিয়ম অনুযায়ী ৩১ মার্চ ছিল অপ্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের পরীক্ষার শেষ দিন। অর্থাৎ মার্চ পর্যন্ত শুধুমাত্র প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাই পরীক্ষায় বসতে পারবেন। সরকার সব জেনেবুঝেও আবার ২৯ ও ৩০ মার্চ প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগের দিন ধার্য করে। বেআইনি পরীক্ষার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দেয়। ততক্ষণে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা আদায় হলেও তারা অথৈ জলে পড়ে রইল। অথচ নিয়ম মেনে নিয়োগ করতে পারলে ২০১৭ পর্যন্ত বেতনের ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার নেবে বলে জানিয়েছিল। ২০০৯ সালে বামফ্রন্ট সরকার বলেছিল ৩১ মার্চ ২০১৪-র মধ্যে নিয়োগের প্রশিক্ষণহীনদের প্রশিক্ষণ শেষ করতে হবে। সমস্ত নিয়ম জেনে বুঝে পরিবর্তনের সরকার শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে সমানে। বিরিটিকুরির সব্যসাচী পাল, লাকুর্ডির রুমা দেবনাথ সকলেই সংসদ অফিসে ১২ দিন অনশনে বসেছিলেন। কম্বাইন্ড লিস্টে নাম থাকা সত্ত্বেও তাদের তালিকা থেকে নিচে থাকাদের নিয়োগ হয়। অনশনের পর দুজনেই চাকুরি পেয়েছেন।

প্রাথমিকের টেট দুর্নীতি নিয়ে অনেক তথ্য ফাঁস হয়েছে সংবাদ মাধ্যমে। টেটে তৃণমূল পরিবারের ছেলেমেয়েরা চাকরি পেয়েছে বলে অভিযোগ। এই অভিযোগকে সিলমোহর দেন পর্ষদের সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। সম্প্রতি এক তৃণমূলি কর্মিসভায় বক্তৃতায় তিনি বলেন, তৃণমূলিদের চাকরি দিয়েছি বেশ করেছি, আজ দিয়েছি কাল দেব পরশু দেব, আবার দেব। সেজন্যেই মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলার তৃণমূল নেতা জুয়েল সেখ অনেকবার মাধ্যমিকে ফেল করেও নিযুক্ত হয়। বর্ধমানের কালনার বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডুর পরিবারের ৫ জন (স্ত্রী, মামা, বৌদি, শ্যালিকা, পিসতুতো ভাই এবং গাড়ির চালকের স্ত্রী)। কালনা পুরসভার নেতার স্ত্রী, জামাই এবং কেতুগ্রামের বিধায়কের ৬ জন আত্মীয়। সারা রাজ্যে মেধাসম্পন্ন ছেলেমেয়েরা থাকলেও নিজেদের জন্য ৫৫ লক্ষ ছেলে-মেয়েদের মধ্যে ১ শতাংশ টেটে পাশ করে।

যে বেকারের জ্বলছে পেট
ঘুষ না দেওয়ায় পায়নি টেট
সেই বেকার দিচ্ছে ডাক
তৃণমূলি সরকার নিপাত যাক।

সারা রাজ্যে ছাত্র-যুবরা, বিভিন্ন সংগঠন এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। এখন দেখার লক্ষ লক্ষ ভুক্তভোগী ছেলেমেয়ে সরকারের বিরুদ্ধে ভোট বাক্সে তার প্রতিফলন ঘটায় কি না।

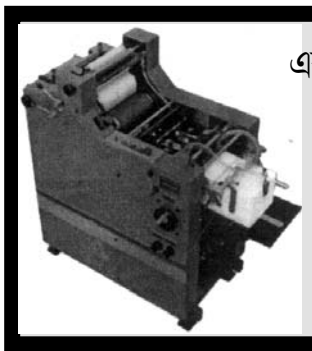

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

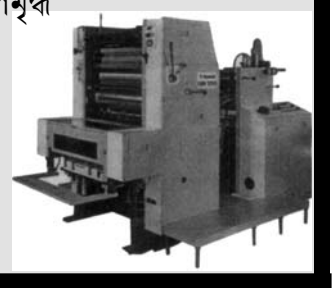

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা